5
Purchased of Le Page Mr
31st Jany 185[illegible]

মানসিংহ।

নবদ্বীপাধিপতি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের অনুমতি
ক্রমে মহাকবি

ভারতচন্দ্র রায় কর্তৃক

বিরচিত।

অনেক স্থানের পুস্তকের সহিত ঐক্য পূর্ব্বক

কলিকাতা।

কবিতা রত্নাকর যন্ত্রে মুদ্রিত হইল।
সাং বটতলার দক্ষিণাংশে দোকানে তত্ত্ব করিলে পাইবেন।
সন ১২৬১ সাল তারিখ ২ শ্রাবণ

মানসিংহ।

নির্ঘণ্ট	পত্রাঙ্ক
বর্দ্ধমান হইতে মানসিংহের প্রস্থান	১
মানসিংহের সৈন্যে ঝড় বৃষ্টি	২
মানসিংহের যশোর যাত্রা	৪
মানসিংহে ও প্রতাপআদিত্য যুদ্ধ	৫
মানসিংহের ভবানন্দ বাটী আগমন	৭
ভবানন্দের দিল্লী যাত্রা	৮
দেশ বিদেশ বর্ণন	৯
জগন্নাথ পুরীর বিবরণ	১০
মানসিংহের দিল্লীতে উপস্থিতি	১২
পাতশার নিকটে বাঙ্গালার বৃত্তান্ত কথন	১৩
পাতশাহের দেবতা নিন্দা	ঐ
মজুন্দারের প্রতি পাতশার উত্তর	১৫
দাস্থ বাস্থর খেদ	১৭
মজুন্দারের অন্নদা স্তব	১৯
অন্নদার মজুন্দারে অভয় দান	২
অন্নপূর্ণা সৈন্য বর্ণন	২
দিল্লীতে উৎপাত	২
পাতশার নিকটে উজীরের নিবেদন	২
অন্নপূর্ণার মায়া প্রপঞ্চ	২
ভবানন্দের পাতশার বিনয়	২
গঙ্গা বর্ণন	
অযোধ্য বর্ণন	৩
রামায়ণ কথন	৩
ভবানন্দের কাশী গমন	৩
ভবানন্দের স্বদেশে উপস্থিতি	৩
ভবানন্দের বাটী উপস্থিতি	৩

নির্ঘণ্ট	পত্রাঙ্ক
বড় রাণীর নিকটে সাধীর বাক্য	৩৮
ছোট রাণীর নিকটে মাধীর বাক্য	ঐ
ভবানন্দেরঅন্তঃপুরপ্রবেশ	৪০
মাধীকৃত সাধীর নিন্দা	৪১
পতি লয়ে দুই সতিনের ব্যঙ্গোক্তি	৪২
ভবানন্দের উভয় রাণী সম্ভোগ	৪৩
মজুন্দারের রাজ্য	৪৪
অন্নদার এয়োজাত	৪৫
রন্ধন	৪৮
অন্নদা পূজা	৫০
অষ্টমঙ্গলা	৫১
রাজার অন্নদার সহিত কথা	৫৩
মজুন্দারের স্বর্গযাত্রা	৫৬

মানসিংহ।

বর্দ্ধমান হইতে মানসিংহের প্রস্থান।

জয় জয় গঙ্গে জয় গঙ্গে। হরিপদ কমল কমল কলদঙ্গে॥ টল টল ঢল ঢল, চল চল ছল ছল, কল কল তরলত রঙ্গে। পুটকিতশিরজট, বিঘটিত স্থবিকট, লট পট কমঠভুজঙ্গে॥ তরুণ অরুণ বর, কিরণ বরণ কর, বিধি কর নিকররঙ্গে। ভুবন ভবন লয়, ভজন ভবিক ময়, ভারত ভবভয় ভঙ্গে॥ ধ্রু॥

সাঙ্গ হৈল বিদ্যাসুন্দরের সমাচার। মজুন্দারে মানসিংহ কৈলা পুরস্কার॥ মজুন্দারে কহিলা করিব গঙ্গাস্নান। উত্তরিলা পূর্ব্বস্থলী নদে সন্নিধান॥ আনন্দে গঙ্গার জলে স্নান দান কৈলা কনক অঞ্জলি দিয়া গঙ্গা পার হৈলা॥ পরম আনন্দে উত্তরিলা নবদ্বীপ। ভারতীর রাজধানী ক্ষিতির প্রদীপ॥ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত লয়ে বিচার শুনিয়া। তুষ্ট কৈলা সকলেরে নানাধন দিয়া॥ মানসিংহ জিজ্ঞাসা করিলা মজুন্দারে॥ কোথায় তোমার ঘর দেখাও আমারে॥ মজুন্দার কহিলা সে দূর বাগোয়ান। মানসিংহ কহে চল দেখিব সে স্থান॥ মজুন্দার সঙ্গে রঙ্গে খড়ে পার হয়ে। বাগোয়ানে মানসিংহ যান সৈন্য লয়ে॥ মজুন্দার ঘরে গেলা বিদায় হইয়া। অন্নপূর্ণা যুক্তি কৈলা বিজয়া লইয়া॥ মানসিংহে আপনার মহিমা জানাই। দুঃখ দিয়া সুখ দিলে তবে পূজা

পাই॥ তবে সে জানিবে মোরে পড়িয়া সঙ্কেটে। বিনা ভয় প্রীতি নাই জয়া বলে বটে॥ ঝড় বৃষ্টি করিবারে মেঘগণে কও। জল পরিপূর্ণ করি অন্ন হরি লও॥ ভাবাইর ভাণ্ডারেতে দিয়া শুভদৃষ্টি। শেষে পুন অন্ন দিবা মিটাইয়া বৃষ্টি॥ শুনি দেবী আজ্ঞা দিলা যত জলধরে। ঝড় বৃষ্টি কর মানসিংহের লস্করে॥ দেবীর আদেশে ধায় যত জলধর। রচিল ভারত চন্দ্র রায় গুণাকর॥

মানসিংহের সৈন্যে ঝড় বৃষ্টি।

ঘন ঘন ঘন ঘন গাজে। শিলা পড়ে তড় তড়,
ঝড় বহে ঝড় ঝড়, হড়মড় কড়মড় বাজে॥ ধ্রু॥

দশদিক আন্ধার করিল মেঘগণ। দুণ হয়ে বহে ঊনপঞ্চাশ পবন॥ ঝাঞ্ঝনার ঝাঞ্ঝানী বিদ্যুত চকমকী। হড়মড়ী মেঘের ভেকের মকমকী॥ ঝড়ঝড়ী ঝড়ের জলের ঝরঝরী। চারি দিকে তরঙ্গ জলের তরতরী॥ থরথরা স্থাবর বজ্রের কড়মড়ী। ঘুট ঘুট আন্ধার শিলার তড়তড়ী॥ ঝড়ে উড়ে কানাত দেখিয়া উড়ে প্রাণ। কুঁড়ে ঠাট ডুবিল তাম্বুতে এল বান॥ সাঁতারিয়া ফিরে ঘোড়ে ডুবে মরে হাতি। পাঁকে গাড়া গেল গাড়ী উট তার সাতি ফেলিয়া বন্দুক জামা পাগ তলবার। ঢাল বুকে দিয়া দিল সি- পাই সাঁতার॥ খাবি খেয়ে মরে লোক হাজার হাজার। তল গেল মাল মাত্তা উরুদুবাজার॥ বকরী বকরা মরে কুকড়ী কুকড়া কুজড়ানী কোলে করি ভাসিল কুজড়া॥ ঘাসের বোঝায় বসি ঘেসেড়ানী ভাসে। ঘেসেড়া মরিল ডুবে তাহার হা ভাসে॥ কান্দি কহে ঘেসেড়ানী হায় রে গোসাঁই। এমন বিপাকে আই

কভু ঠেকি নাই ॥ বৎসর পনর ষোল বয়স আমার। ক্রমে ক্রমে বদলিনু এগার ভাতার ॥ হেদে গোলামের বেটা বিদেশে আনিয়া। অনেকে অনাথ কৈল মোরে ডুবাইয়া ॥ ডুবে মরে মৃদঙ্গী মৃদঙ্গ বুকে করি। কালোয়াত ভাসিল বীণার লাউ ধরি ॥ বাপং মরি মরি হায় হায় হায়। উভরায় কাঁদে লোকে প্রাণ যায় যায় ॥ কাঙ্গাল হইনু সবে বাঙ্গালায় এসে। শির বেচে টাকা করি সেহ যায় ভেসে ॥ এই রূপে লস্করে দুষ্কর হৈল বৃষ্টি। মানসিংহ বলে বিধি মাজাইল সৃষ্টি ॥ গাড়ি করি এনেছিল নৌকা বহুতর। প্রধান সকলে বাঁচে তাহে করি ভর ॥ নৌকা চড়ি বাঁচিলেন মানসিংহ রায়। মজুন্দার শুনিয়া আইলা চড়ি নায় ॥ অন্নপূর্ণা ভগবতী তাহার সহায়। ভাণ্ডারের দ্রব্য তার ব্যয়ে না ফুরায় ॥ নায়ে ভরি লয়ে নানাজাতি দ্রব্যজাত। রাজা মানসিংহে গিয়া করিলা সাক্ষাত ॥ দেখি মানসিংহ রায় তুষ্ট হৈলা বড়। বাঙ্গালায় জানিলাম তুমি বন্ধু দড় ॥ কে কোথা বাহির হয় এমন দুর্যোগে বাচাইলা সকলেরে নানামত ভোগে ॥ বাঁচাইয়া বিধি যদি দিল্লী লয়ে যায়। অবশ্য আসিব কিছু তোমার সে বায় ॥ এই রূপে মজুন্দার সপ্তাহ যাবত। যোগাইলা যত দ্রব্য কি কব তাবত ॥ মানসিংহ জিজ্ঞাসিলা কহ মজুন্দার। কি কর্ম্ম করিলে পাব এ বিপদে পার ॥ দৈববল কিছু বুঝি আছয়ে তোমার। এত দ্রব্য যোগাইতে শক্তি আছে কার ॥ মানসিংহে বিশেষ কহেন মজুন্দার। অন্নপূর্ণা বিনা আমি নাহি জানি আর ॥ মানসিংহ বলে তার পূজার কি ক্রম। কহিলেন মজুন্দার যে কিছু নিয়ম ॥ অন্নপূর্ণা পূজা কৈলা মানসিংহ রায়। দূর হৈল ঝড় বৃষ্টি দেবীর

কৃপায়॥ মানসিংহ গেলা মজুন্দারের আলয়। দেখিলা গোবিন্দ দেবে মহানন্দময়॥ আসরফী বস্ত্র অলঙ্কার আদি যত। দিলেন গোবিন্দদেবে কব তাহা কত॥ মজুন্দার সে সকল কিছু না লইলা। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত গণে বিতরিয়া দিলা॥ ইতঃপর শুন সবে ভারত রচিলা। সৈন্য লয়ে মানসিংহ যশোরে চলিলা॥

মানসিংহের যশোর যাত্রা।

ধাঁ ধাঁ গুড় গুড় বাজে নাগারা। বাজে রবাব মৃদঙ্গ দোতারা॥ পয়দল কলবল, ভুতল টলমল, সাজল দলবল অটল সোয়ারা। দামিনী তক তক, জামকী ধক ধক, ঝক মক চক মক খর তর বারা॥ ব্রাহ্মণ রজপুত, ক্ষত্রিয় রাহুত, মোগল মাহুত রণ অনিবারা। ভাঁড় কলাবত, নাচত গায়ত, ভারত অভিমত গীত সুধারা॥ ধ্রু॥

চলে রাজা মানসিংহ যশোর নগরে। সাজ সাজ বলি ডঙ্কা হইল লস্করে॥ ঘোড়া উট হাতি পিঠে নাগারা নিশান। গাড়িতে কামান চলে বাণ চন্দ্রবান॥ হাতির আমারী ঘরে বসিয়া আমীর। আপন লস্কর লয়ে হইল বাহির॥ আগে চলে লাল পোশ খাসবরদার। সিফাই সকল চলে কাতার কাতার॥ তবকী ধানুকী ঢালী রায়বেশে মাল। দফাদার জমাদার চলে সর্দীয়াল॥ আগে আছে হাজারীর হাজার হাজার। নটী নট হরকরা উকরু বাজার॥ সানাই কর্ণাল বাজে রাগ আলাপিয়া। ভাট পড়ে রায়বার যশ বর্ণাইয়া॥ ধাটী গায় কড়খা ভাঁড়াই করে ভাঁড়

মালে করে মালাম চোয়াড়ে লোফে কাঁড়॥ আগে পাছে দুই পাশে দুসারি লস্কর। চলিলেন মানসিংহ যশোর নগর॥ মজুমদারে সঙ্গে নিলা ঘোড়া চড়াইয়া। কাছে কাছে অশেষ বিশেষ জিজ্ঞাসিয়া॥ এই রূপে যশোর নগর উত্তরিয়া। থানা দিলা চারি দিকে মূরুচা করিয়া॥ শিষ্টাচার মত আগে দিলা সমাচার। পাঠাইয়া ফরমান বেড়ী তলবার॥ প্রতাপ আদিত্য রাজা তলবার লয়ে। বেড়ী ফিরা পাঠাইয়া পাঠাইল কয়ে॥ কহ গিয়া অরে চর মানসিংহ রায়ে। বেড়ী দেউক আপনার মনিবের পায়ে॥ লইলাম তলবার কহ গিয়া তারে। যমুনার জলে ধুব এই তলবারে॥ শুনি মানসিংহ সাজে করিতে সমর। রচিলা ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

মানসিংহ ও প্রতাপ আদিত্য যুদ্ধ।

ধূধূ ধূধূ ধূ নৌবত বাজে। ঘন ভোরঙ্গ ভম ভম, দমামা দমদম, ঝনন্ন ঝম ঝম ঝাঁজে॥ কত নিশান ফরফর, নিনাদ ধর ধর, কামান গর গর গাজে। সব জুবান রজপুত, পাঠান মজবুত, কামান শরযুত সাজে॥ ধরি অনেক প্রহরণ, জরীর পহিরণ, সিফাইগণ রণমাঝে। পরি করাইব খতর, পোশাক বহুতর, সুশোভিত শিরপর তাজে॥ বসি অমারি ঘর পর, আমীর বহুতর, হুলায় গজবররাজে। পুর যশোর চমকত, নকীব শত শত, হুঁসার ফুকরত কাজে॥ হয় গজের গরজন, সেনার তরজন, পয়োধি ভরছন লাজে।

দ্বিজ ভারত কবিবর, বনায় তঁহি পর, প্রতাপ
দিনকর সাজে ॥ ধ্রু ॥

যুঝে প্রতাপ আদিত্য, যুঝে প্রতাপ আদিত্য। ভাবিয়া অসার, ডাকে মার মার, সংসার সব অনিত্য ॥ শিলাময়ীনামে, ছিলা তার ধামে, অভয়া যশোরেশ্বরী। পাপেতে ফিরিয়া, বসিলা রুষিয়া, তাহারে অকৃপা করি ॥ বুঝিয়া অহিত, গুরু পুরোহিত, মিলে মানসিংহরাজে। লস্কর লইয়া, সত্বর হইয়া, প্রতাপ আদিত্য সাজে ॥ ধূ ধূ ধম ধম, ঝাঁ ঝাঁ ঝম ঝম, দমামা দম দম বাজে। হুড় হুড় হুড় দুড় দুড় দুড় কামানে গেলো গাজে ॥ সিন্দূর সুন্দর, মণ্ডিত মুদ্ধার, ষোড়শ হলকা হাতি। পতাকা নিশান, রবিচন্দ্রবান, অযুতেক ঘোড়া সাতি ॥ সুন্দর সুন্দর, নৌকা বহুতর, বায়ান্ন হাজার ঢালী। সমরে পশিয়া, অন্তরে রুষিয়া, দুই দলে গালাগালি ॥ ঘোড়ায় ঘোড়ায়, যুঝে পায় পায়, গজে গজে শুণ্ডে শুণ্ডে। সোয়ারে সোয়ারে, খরতলবারে, মালে মালে মুণ্ডে মুণ্ডে ॥ হান হান হাকে, খেলে উড়া পাকে, পাইকে যুঝে। কামানের ধূমে তমঃরণ ভূমে, আত্মপর নাহি শুঝে ॥ তীর শন শনি, গুলী ঠনঠনি, খাঁড়া ঝনঝন ঝাঁকে। মুচড়িয়া গোঁফে শূল শেল লোফে, ক্রোধে হান হান হাঁকে ॥ ভালায় ফুটিয়া পড়িছে লুঠিয়া, গুলীতে মরিছে কেহ। গোলায় উড়িছে, আগুনে পুড়িছে, তীরে কেহ ছাড়ে দেহ ॥ পাতশাহি ঠাটে, কবে কেবা আঁটে, বিস্তর লস্কর মারে। বিমুখী অভয়া, কে করিবে দয়া, প্রতাপ আদিত্য হারে ॥ শেষে ছিল যারা, পলাইল তারা, মানসিংহে জয় হৈল। পিঞ্জর করিয়া, পিঞ্জরে ভরিয়া, প্রতাপ

আদিত্যে লৈল॥ দল বল সঙ্গে, পুনরপি রঙ্গে, চলে মানসিংহ রায়। ললিত স্বচ্ছন্দে, পরম আনন্দে, রায় গুণাকর গায়॥

রণজয়ভেরী বাজে রে। ঝাঁগড় ঝাঁগড় ঝাঁ ঝাঁ ঝাঁজে রে॥ রণজয় করি, মুণ্ডমালা পরি, কালী সাজে রে। শ্বেত অলি শিব, সে নীলরাজীব, রাজীরাজে রে॥ গাইছে যোগিনী, নাচিছে ডাকিনী, দানা গাজে রে। মহোৎসব যত, কি কবে ভারত, সেনামাঝে রে॥ ধ্রু॥

প্রতাপ আদিত্য রায়ে পিঁজরা ভরিয়া। চলে রাজা মানসিংহ জয়ডঙ্কা দিয়া। কচুরায় পাইল যশোরজিত নাম। সেই রাজ্যে রাজা হৈল পূর্ণ মনস্কাম॥ মজুন্দারে মানসিংহ কহিলা কিবল। পাতশার হজুরে আমার সঙ্গে চল॥ পাতশার সহিত সাক্ষাত মিলাইব। রাজ্য দিয়া ফরমানী রাজা করাইব॥ অন্নপূর্ণা ভগবতী তোমার সহায়। জয়ী হয়ে যাই আমি তোমার দয়ায়॥ নামামতে অন্নপূর্ণা দেবীরে পূজিয়া। চলিলেন মজুন্দারে সংহতি লইয়া॥ অন্নপূর্ণা দেবীরে পূজিয়া মজুন্দার। মানসিংহ সংহতি চলিলা দরবার॥ মহামায়া মাহেশ্বরী মহিষমর্দ্দিনী। মোহরূপা মহাকালী মহেশমোহিনী॥ কৃপাময়ি কাতর কিঙ্করে কৃপাকর। তোমা বিনা কেবা আর করুনা আকর॥ রাজার মঙ্গল কর রাজ্যের কুশল। যে শুনে এ গীত তার করহ মঙ্গল॥ এত দূরে পালা গীত হৈল সমাপন। ইতঃপর রজনীতে গাব জাগরণ॥ কৃষ্ণচন্দ্র আজ্ঞায় ভারতচন্দ্র গায়। হরি হরি বল সবে পালা হৈল সায়॥

ইতি বৃহস্পতিবারের দিবা পালা।

ভবানন্দের দিল্লীযাত্রা।

দিয়া নানা উপচার, পূজা করি অন্নদার, দিল্লী যাত্রা কৈলা মজুন্দার। জননী তাহার সীতা, রাম সুমার্দ্দার পিতা, সমর্পিলা পদে অন্নদার॥ শিরে চীরা হীরা তায়, বিলাতি খেলাত গায়, নানাবস্ত্রে কমর বান্ধিলা। বিল্বপত্র ঘ্রাণ লয়ে, বন্ধুগণে প্রিয় কয়ে, গোবিন্দ দেবেরে প্রণমিলা॥ বাপ মায় প্রণমিয়া, দুইনারী সম্ভাষিয়া, আরোহিলা পালকী উপর। জয় অন্নপূর্ণা কয়ে, চলিলা সত্বর হয়ে, মঙ্গল দেখেন বহুতর॥ ধেনু বৎস একস্থানে, বৃষ খুরে ক্ষিতি টানে, দক্ষিণাতে ব্রাহ্মণ অনল। অশ্ব গজ পতাকায়, রাজা মানসিংহ রায়, আগে আগে সকল মঙ্গল॥ পূর্ণঘট বাম পাশে, রামাগণ যায় বাসে, গণিকারে মালা বেচে মালী। ঘৃত দধি মধু মাসে, রজত লইয়া হাসে, কুজড়ানী দেখাইয়া ডালী॥ শুক্লধান্যে গাঁথি হার, কাঞ্চন সুমেরু তার, আশীর্বাদ দিয়াছেন সীতা। নকুল সহিত যান, বাম দিকে ফিরা চান, শিবা রূপে শিবের বনিতা॥ নীলকণ্ঠ উড়ি ফিরে, মণ্ডলী দিছেন শিরে, অন্নপূর্ণা ক্ষেমঙ্করী হয়ে। দেখি যত সুমঙ্গল, মজুন্দারে কুতুহল, চলিলা দেবির গুণ কয়ে॥ শিরে চীরা জামা গায়, কটি আটি পটুকায়, দাস্থ বাস্থ সঙ্গে দুই দাস। সুতেরে বিদায় দিয়া, সীতাদেবী ঘরে গিয়া, নানা মত ভাবেন হুতাশ॥ বাড়ীর নিকটে খড়ে, পার হৈলা নায়ে চড়ে, অগ্রদ্বীপ শেলা কুতুহলে। অঞ্জলি বান্ধিয়া মাথে, প্রণমিয়া গোপীনাথে, স্নান দান কৈলা গঙ্গাজলে॥ মনে করি অনুভব, গঙ্গারে করিলা স্তব, কৃতাঞ্জলি হয়ে মজুন্দার। ব্রহ্ম কমণ্ডলু বাসি, বিষ্ণু পাদ প্রসূতাসি, শিব

জটাজুটে অবতার॥ বরমিহ তব তীরে, শরট করট ফিরে, নপুন ভূপতি তব দূরে। রাজ্য লোভে দূরে যাই, তব তীরে রাজ্য পাই, এই মনস্কাম যেন পূরে॥ স্তবে হয়ে তুষ্ট মন, গঙ্গা দিলা দরশন, মজুন্দারে কহেন সরসে। ধন্য তুমি মজুন্দার, ব্রতদাস অন্নদার, আমি ধন্যা তোমার পরশে॥ মহাসুখে দিল্লী যাবে, মনোমত রাজ্য পাবে, মোর তীরে পাবে অধিকার। সন্তান হইবে যত, সবে হবে অনুগত, জনেক হইবে রাজা তার॥ দিয়া এই বরদান, গঙ্গা কৈলা অন্তর্দ্ধান, মজুন্দার হৈলা গঙ্গাপার। কৃষ্ণ চন্দ্র নৃপাজ্ঞায়, রায় গুণাকর গায়, অন্নপূর্ণা সহায় যাহার॥

দেশ বিদেশ বর্ণন।

চল চল যাই নীলাচলে। রে অরে ভাই। ঘটাইল বিধি ভাগ্যবলে॥ মহাপ্রভু জগন্নাথ, সুভদ্রা বলাই সাথ, দেখিব অক্ষয় বটতলে। খাইয়া প্রসাদ ভাত, মাথায় মুছিব হাত, নাচিব গাইব কুতুহলে॥ ভবসিন্ধু সিন্দু জানি, পার হৈনু হেন মানি, সাঁতার খেলিব সিন্ধু জলে॥ দেখিয়া সে চাঁদমুখ, পাইব কৈবল্য সুখ, সুধন্য ভারত ভূমণ্ডলে॥ ধ্রু॥

গঙ্গা পার হইয়া চলিলা মজুন্দার। ডানি বামে যত গ্রাম কত কব তার॥ জগন্নাথ দেখিতে করিয়া মনোরথ। ধরিলেন মানসিংহ দক্ষিণের পথ॥ গজে মানসিংহ পালকীতে মজুন্দার। ইন্দ্র সঙ্গে যেমন কুবের অবতার॥ এড়ায় মঙ্গল কোট উজানি নগর। খুল্লনার পুত্র সাধু শ্রীমন্তের ঘর॥ সরাই সরাই ক্রমে গেলা

বর্দ্ধমান। পার হৈলা দামোদর করি স্নান দান॥ রহে চম্পা-নগর ডাহিনে কত দূর। চাঁদ বেণে ছিল যাহে ধনের ঠাকুর॥ জানু মানু ছিল যাহে মনসার দাস। হাসন হোসন গিয়া যথাকৈল বাস॥ আনিলা মোগল মারি উচালন গিয়া। ক্রমে ক্রমে অনেক সরাই এড়াইয়া॥ মল্লভূমি কর্ণগড় দক্ষিণে রাখিয়া। বঙ্গালার সীমা নেড়া দেউল দেখিয়া॥ এড়ায় মেদিনী পুর নারায়ণ গড়ে দাঁতন এড়ায়ে জলেশ্বর ডেরা পড়ে॥ রাজঘাট পার হয়ে বস্তায় বিশ্রাম। মহানদ পার হয়ে কটকে মোকাম॥ ডাহিনে ভুবনেশ্বর বামে বালেশ্বর। বালিহন্তা পাছু করি চলিলা সত্বর॥ এড়ায়ে আঠার নালা গেলা নীলাচলে। দেখিলেন জগন্নাথ মহাকুতূহলে॥ দিন দশ বার তথা করিয়া বিশ্রাম। দেখিলা সকল স্থান কত কব নাম॥ কৃতার্থ হইলা মহা প্রসাদ খাইয়া। বিমললোচন হৈলা বিমলা দেখিয়া॥ মানসিংহ জিজ্ঞাসা করিলা মজুন্দারে। ক্ষেত্রের মহিমা কিছু শুনাহ আমারে॥ বিশেষিয়া কহিতে লাগিলা মজুন্দার। রায় গুণাকর কহে সে কথা অপার॥

জগন্নাথ পুরীর বিবরণ।

জয় জয় জগন্নাথ, সুভদ্রা বলাই সাত, জয় লক্ষ্মী জয় সুদর্শন। সুধন্য অক্ষয় বট, সুধন্য সিন্ধুর তট, ধন্য নীলাচল তপোধন॥ পূর্ব্বে ছিল অযোধ্যায়, রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন রায়, সূর্য্যবংশে সূর্য্যের সমান। কৃষ্ণ দেখিবারে খেদ, স্বপনে পাইলা ভেদ, নীলমাধবের এই স্থান॥ পুরোহিতে পাঠাইল, দেখি গিয়া সে কহিল, নীলমাধবের বিবরণ। মূর্ত্তিমান ভগবান, দেখিলাম অন্ন পান,

সেবা করে ব্যাধ এক জন॥ করি তার কন্যা বিয়া, তাহার সংহতি গিয়া, দেখিলাম কৃষ্ণের চরণ। রোহিণী কুণ্ডের কথা, কি কব দেখিনু তথা, কাক মরি হৈল নারায়ণ॥ ইন্দ্রদ্যুম্ন এত শুনি, বড় ভাগ্য মনে গুনি, রাজ্য শুদ্ধ এখানে আইল। দশ অশ্বমেধ করি, বৈতরণী জল তরি, বন কাটি আসি প্রবেশিল॥ দেখে সেই পুরী নাই, বালিপূর্ণ সর্ব্ব ঠাঁই, শত অশ্বমেধ আর স্তিল। স্বপ্ন হৈল গোবিন্দের, সে পুরী না পাবে টের, আর পুরী গড়িতে হইল॥ ইন্দ্রদ্যুম্ন তুষ্ট হৈল, স্বর্ণময় পুরী কৈল, ব্রহ্মার মুলুর্ত্তে গেল সেই। রূপা তামাময় আর, পুরী কৈল দুইবার, শেষে পুরি পাথরের এই॥ গো দানে গরুর খুরে, মাটি উড়ে যায় দূরে, আহে এই ইন্দ্রদ্যুম্ন হ্রদ। শ্বেতগঙ্গা মাকণ্ডেয়, স্নান কৈলা যম জেয়, পুনর্জন্ম না হয় আপদ॥ হরি বৃক্ষরূপে আসি, সমুদ্রের জলে ভাসি, চতুঃশাখ হয়ে দেখা দিলা। জগন্নাথ বলরাম, ভদ্রা সুদর্শন নাম, চারি মূর্ত্তি বিশাই গড়িলা॥ দারুব্রহ্ম সর্ব্বাদৃত, বিষ্ণু পঞ্জরেতে কৃত, ইন্দ্রদ্যুম্ন স্থাপিত সম্পন্ন। লক্ষ্মী রান্ধি দেন যাহা, জগন্নাথ খান তাহা, ব্রহ্মরূপ সেই এই অন্ন॥ খাইয়া প্রসাদ ভাত, মাথায় বুলায় হাত, আচার বিচার নাহি তায়। পঞ্চক্রোশ পুরী এই, প্রদক্ষিণ করে যেই, শমন সহিত নাহি দায়॥ শুষ্ক কিবা পিযুষিত, দূরদেশে সমানীত, কুক্কুরের বদন গলিত। এই অন্ন সুধাময়, ভুক্তিমাত্র মুক্তি হয়, উৎকল খণ্ডেতে সুবিদিত॥ শুনি মানসিংহ রায়, পুলকে পূরিত কায়, প্রণাম করিল নীলাচলে। কৃষ্ণচন্দ্র নৃপাজ্ঞায়, রায় গুণাকর গায়, জগন্নাথ চরণ কমলে॥

মানসিংহের দিল্লীতে উপস্থিত।

চল চল রে ভাই চল চল। অন্নপূর্ণা অন্ন পূর্ণা বল বল॥ ধ্রু॥

চলিলেন নীলাচলে হয়ে দণ্ডবত। কত দূরে এড়াইয়া চম্বল পর্ব্বত॥ স্বর্ণরেখা পার হয়ে গেলা সীতাকোল। কত দূরে সেতু বন্ধ শ্রীরামের পোল॥ কৃষ্ণা আদি নদী নদ কাঞ্চী আদি দেশ। এড়াইলা কৌতুক দেখিয়া সবিশেষ॥ মারহট্ট বরগির দেশ এ ড়াইয়া। কত গিরি বন নদ নদী ছাড়াইয়া॥ গুজরাট দেখিয়া সন্তোষ হৈল অতি। কালকেতু যেখানে দেখিলা ভগবতী॥ কত দূরে রহিল মথুরা বৃন্দাবন। নানা স্থানে নানা দেব করি দরশন প্রতাপ আদিত্য রাজা মৈল অনাহারে। ঘৃতে ভাজি মানসিংহ লইল তাহারে॥ কত দিনে দিল্লীতে হইয়া উপনীত। সাক্ষাত করিলা পাতশাহের সহিত॥ ঘৃতে ভাজা প্রতাপ আদিত্যে ভেট দিলা। কব কত যত মত প্রতিষ্ঠা পাইলা॥ পাতশার আজ্ঞামত মানসিংহ রায়। প্রতাপ আদিত্যে ভাসাইলা যমুনায়। মজুন্দা-রে লয়ে গেলা পাতশার পাশে। ইনাম কি চাহ বলি পাতশা জিজ্ঞাসে॥ মানসিংহ পাতশায় হইল যে বাণী। উচিত যে আ-রবী পারশী হিন্দুস্থানী॥ পড়িয়াছি সেইমত বর্ণিবারে পারি। কিন্তু সে সকল লোকে বুঝিবারে ভারি॥ না রবে প্রসাদ গুণ না হবে রসাল। অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল॥ প্রাচীন পণ্ডিত গণ গিয়াছেন কয়ে। যে হৌক সে হৌক ভাষা কাব্য রস লয়ে॥ রায় গুণাকর কহে শুন সভাজন। মানসিংহ পাতশায় কথোপ কথন॥

পাতশার নিকটে বাঙ্গালার বৃত্তান্ত কথন।

কহ মানসিংহ রায়, গিয়াছিলা বাঙ্গালায়, কেমন দেখিলা সেই দেশ। কেমন করিলা রণ, কহ তার বিবরণ, না জানি পাইলা কত ক্লেশ॥ মানসিংহ যোড় হাতে, অঞ্জলি বান্ধিয়া মাথে, কহে জাহাঁপনা সেলামত। রামজীর কুদরতে, মহিম হইল ফতে, কেবল তোমারি কেরামত॥ হুকুম শাহন শাহী, আর কিছু নাহি চাহি, জের হৈল নিমক্ হারাম। গোলাম গোলামী কৈল, গালিম কয়েদ হৈল, বাহাদুরী সাহেবের নাম॥ পাতশা হইল খুশি, কহিতে লাগিলা তুষি, কহ রায় কি চাহ ইনাম। কহে মান সিংহ রায়, গোলাম ইনাম চায়, ইনাম সে যাহে রহে নাম॥ গিয়াছিনু বাঙ্গালায়, ঠেকেছিনু বড় দায়, সাত রোজ দারুণ বাদলে। বিস্তর লস্কর মৈল, অবশেষ যহা রৈল, উপবাসী সহ দলবলে॥ ভবানন্দ মজুন্দার, নাম খুব হুশিয়ার, বাঙ্গালি বামণ এই জন। সপ্তাহ খোরাক দিল, সকলেরে বাঁচাইল, ফতে হৈল ইহারি কারণ॥ অন্নপূর্ণা নামে দেবী, তাঁহার চরণ সেবি, কেরামত কামাল ইহার। সে দেবীর পূজা দিয়া, ঝড় বৃষ্টি মিটাইয়া, যোগাইল সকলে আহার॥ রাজ্য দিব কহিয়াছি, সঙ্গে সঙ্গে আনিয়াছি, গোলাম কবুলে পার পায়। স্বদেশে রাজাই পায়, দোয়া দিয়া ঘরে যায়, ফরমান ফরমাহ তায়॥ দেখা কৈল হজরতে, বজা আনে খেদমতে, গোলামের এ বড়ই নাম। শুনিয়া একথা তার, ক্রোধ হৈল পাতশার, ভারত ভাবিছে পরিণাম॥

পাতশাহের দেবতা নিন্দা।

এ ফের বুঝিবে কেবা। তারে শুক্লে বুঝে যেবা॥

নিত্য নিরঞ্জন, সত্য সনাতন, মিথ্যা যত দেবী দেবা। নীরূপ যে ভাবে, স্বরূপ প্রভাবে, বুঝি কিছু বুঝে সেবা॥ ঈশ্বরের নামে, তরি পরিণামে, কে বা গয়া গঙ্গারেবা। ভারত ভূতলে যে করে যে বলে, সব ঈশ্বরের সেবা॥ ধ্রু॥

পাতশা কহেন শুন মানসিংহ রায়। গজব করিলা তুমি আজব কথায়॥ লস্করে দু তিন লাখ আদমী তোমার। হাতী ঘোড়া উট গাধা খচর যে আর॥ এ সকলে ঝড় বৃষ্টি হৈতে বাঁচাইয়া। বামণ খোরাক দিল অন্নদা পুজিয়া॥ সয়তান দিল দাগা ভূতেরে পূজায়। আল চাউল বেড়ে কলা ভুলাইয়া খায়॥ আমারে মালম খুব হিন্দুর ধরম। কহি যদি হিন্দু পতি পাইবে সরম॥ সয়তানে বাজী দিল না পেয়ে কোরাণ। ঝুট মুট পড়ি মরে আগম পুরাণ॥ গোঁসাই মর্দ্দের মুখে হাত বুলাইয়া। আপনার নূর দিলা দাড়ী গোঁফ দিয়া॥ হেন দাড়ী বামণ মুড়ায় কি বিচারে! কি বুঝিয়া দাড়ী গোঁফ সাঁই দিলা তারে॥ আর দেখ পাঁঠা পাঁঠী না করি জবাই। উভ চোটে কেটে বলে খাইল গোঁসাই॥ হালাল না করি করে নাহক হালাক। যত কাম করে হিন্দু সকলি নাপাক॥ ভাতের কি কব পান পানীর আয়েব। কাজী নাহি মানে পেগম্বরের নায়েব॥ আর দেখ নারীর খসম মরি যায়। নিকা নাহি দিয়া রাঁড় করি রাখে তায়॥ ফল হেতু ফুল তার মাসে মাসে ফুটে। বীজ বিনা নষ্ট হয় সে পাপ কি ছুটে॥ মাটী কাঠপাথরের গড়িয়া মূরত। জীউ দান দিয়া পূজে নানা মত ভূত॥ আদমীতে বনাইয়া জীউ দেয় মারে। ভাব দেখি

সেকি তারে তরাবারেপারে ॥বিশেষে বামন জাতি বড়দাগাদার আপনারা এক জপে আরে বলে আর॥ পরদারে পাপ বলি বাঁদী রাখে নাই। দুঃখভোগ হেতু হিন্দু করেছে গোসাঁই॥ বন্দগী করিবে বন্দা জমীনে ঠুকিয়া। করিম দিয়াছে মাথা করম করিয়া॥ মিছা ফাঁদে পড়ি হিন্দু তাহা না বুঝিয়া। যারে তারে সেবা দেই ভূমে মাথা দিয়া॥ যতেক বামন মিছা পুথি বনাইয়া। কাফর করিল লোকে কোফর পড়িয়া॥ দেবী বলি দেই গাছে ঘড়ায় সিন্দূর। হায় হায় আখেরে কি হইবে হিন্দুর॥ বাঙ্গালিরে কত ভাল পশ্চিমার ঘরে। পান পানী খানা পিনা আয়েব না করে॥ দাড়ী রাখে বাঁদী রাখে আর জবে খায়। কাণ ফোঁড়ে টিকী রাখে এই মাত্র দায়॥ আমার বাসনা হয় যত হিন্দু পাই। সুন্নত দেও য়াই আর কলমা পড়াই॥ জন কত তোমরা গোঁয়ার আছ জানি মিছা লয়ে ফির বেইমানী হিন্দুয়ানি॥ দেহ জ্বলি যায় মোর বামণ দেখিয়া। বামণেরে রাজ্য দিতে বল কি বুঝিয়া॥ প্রতাপ আদিত্য হিন্দু ছিল বাঙ্গালায়। গালিমী করিল তাহে পাঠানু তোমায়॥ কাফর বাঙ্গালি হিন্দু বেদীল বামণ। তাহারে রাজাই দিতে নাহি লয় মন॥ বুঝিলাম অন্নপূর্ণা ভূত দেখাইয়া। ভুলাইল বামন তোমারে বাজী দিয়া॥ এমন হিন্দুর ভূত দেখেছি বহুত। মোরে কি ভুলাবে হিন্দু দেখাইয়া ভূত॥ আর কিছু ইলাম মাগিয়া লহ রায়। বামণের বল ভূত দেখাকু আমায়॥ আগু লহ মজুন্দার কহিতে লাগিলা। অন্নদামঙ্গল দ্বিজ ভারত রচিলা॥

পাতশার প্রতি মজুন্দারের উত্তর।

এ কথা কব কেমনে। নর নিন্দে নারায়ণে॥ যেই

নিরাকার, সেই সে সাকার, তারি রূপ ত্রিভুবনে তেজঃ ভাবে যোগী, দেবী ভাবে ভোগী, কৃষ্ণ ভাবে ভক্ত জনে॥ ধর্ম্ম অর্থ কাম, মোক্ষের বিশ্রাম, কেবল তরে ভজনে। ভারতের সার, গোবিন্দ সাকার, নিত্যানন্দ বৃন্দাবনে॥ ধ্রু ॥

মজুন্দার কহে জাহাঁপনা সেলামত। দেবতার নিন্দা কেন কর হজরত॥ হিন্দু মুসলমান আদি জীব জন্তু যত। ঈশ্বর সবার এক নহে দুই মত॥ পুরাণের মত ছাড়া কোরাণে কি আছে। ভাবি দেখ আগে হিন্দু মুসলমান পাছে॥ ঈশ্বরের নূর বলি দাড়ীর যতন। টিকি কাটি নেড়া মাথা এ যুক্তি কেমন॥ কর্ণবেধে যদি হয় হিন্দু গুনাগার। সুন্নতের গুনা তবে কত গুণ তার॥ মাটি কাঠ পাথর প্রভৃতি চরাচর। পুরাণে কোরাণে দেখ সকলি ঈশ্বর॥ তাঁহার মূরতি গড়ি পূজা করে যেই। নিরাকার ঈশ্বর সাকার দেখে সেই॥ সাকার না ভাবিয়া যে ভাবে নিরাকার। সোণা ফেলি কেবল আঁচলে গিরা সার॥ দেব দেবী পূজা বিনা কি হবে রোজায়। স্ত্রী পুরুষ বিনা কোথা সন্তান খোজায়॥ দেবী পূজা করে হিন্দু বলিদান দিয়া। যবনেরা জবে করে পেটের লাগিয়া দেবী ভাবি হিন্দুরা সিন্দূর দেই গাছে। শূন্য ঘরে নমাজকি কাম তাহে আছে॥ খশম ছাড়িলা যেবা নিকা করে রাঁড়। একে ছাড়ি গাই যেন ধরে আর ষাঁড়॥ ঈশ্বরের বাক্য বেদ আগম পুরাণ। সয়তান বাজী সেই এ যদি প্রমাণ॥ সেই ঈশ্বরের বাক্য কোরাণ যে কয়। সেহ সয়তান বাজী কহিতে কি ভয়॥ হিন্দুরে সুন্নত দিয়া কর মুসলমান। কাণে ছেঁদো মুদে যদি তবে সে প্রমাণ॥

কারসাজী বলি কর্ণবেধে বল বাজী। ভেবে দেখ সুন্নত বিষম কারসাজী ॥ বেদমন্ত্র না মানিয়া কলমা পড়ায়। তবে জানি সেইক্ষণে সে মন্ত্রে ভুলায় ॥ প্রণাম করিতে মাথা দিল সে গোসাঁই। সংসারে যে কিছু মূর্ত্তি তাহা ছাড়া নাই ॥ ভেদজ্ঞানী নহে হিন্দু অভেদ ভাবিয়া। যারে তারে সেবা দেয় ভূমে মাথা দিয়া ॥ সূর্য্যরূপে ঈশ্বরের পূর্ব্বেতে উদয়। পূর্ব্ব মুখে পূজে হিন্দু জ্ঞানোদয় হয় ॥ পশ্চিমে সূর্য্যের অস্ত সে মুখে নমাজ। যত করে মুসলমান সকলি অকাজ ॥ ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রাহ্মণ সে ব্রহ্মার নাহেব না মানে না করে খানাপিনার আয়েব। বামহস্ত নাপাক তসবী জপে তায়। হিন্দুরে নাপাক বলে এত বড় দায় ॥ উত্তম হিন্দুর মত তাহে বুঝে ফের। হায় হায় যবনের কি হবে আখের ॥ যবনেরে কত ভাল ফিরিঙ্গির মত। কর্ণবেধ নাহি করে না দেয় সুন্নত ॥ শৌচ আচমন নাহি যাহা পায় খায়। কেবল ঈশ্বর আছে বলে এই দায় ॥ মজুন্দার কৈলা যদি এসব উত্তর। ক্রুদ্ধ হৈলা জাহাগীর দিল্লীর ঈশ্বর ॥ নাজিরে কহিলা বন্দী কর রে বামনে। দেখিব হিন্দুর ভূত বাঁচায় কেমনে ॥ ক্রুদ্ধ হয়ে মানসিংহ চলিল বাসায়। বিরচিল পাঁচালি ভারত চন্দ্র রায় ॥

দাসু বাসুর খেদ।

পাতশার আজ্ঞা পায়, নাজির সত্বরে ধায়, মজুন্দারে কয়েদ করিল। দিলেক হাবসিখানা, অন্ন জল কৈলা মানা, দ্রব্যজাত লুটিয়া লইল ॥ কাহার প্রভৃতি যারা, ছুটিয়া পলায় তারা, দাসু বাসু কান্দে উভরায়। হায় হায় হরি হরি, বিদেশে বিপাকে

মরি, ঠাকুরের কি হইল দায়॥ দাস্থ বলে বাস্থ ভাই, পলাইয়া চল যাই, কি হইবে বিদেশে মরিলে। বিস্তর চাকরী পাব, বিস্তর পরিব খাব, কোন রূপে পরাণ থাকিলে॥ যুবতী রমণী আছে, না রয়ে তাহার কাছে, কেন আনু বামনের সাতে। নারী বৈল মুখ চেয়ে, তবু আনু মাটী খেয়ে, তারি ফল পানু হাতে হাতে॥ দিবসে মজুরী করে, রজনীতে গিয়া ঘরে, নারী লয়ে যে থাকে সে সুখী। নারী ছাড়ি ধন আশে, যেই থাকে পরবাসে, তারে বড় কেবা আছে দুঃখী॥ কান্দিয়া কহিছে বাস্থ, উচিত কহিল দাস্থ, এই দুখে মোর প্রাণ কাঁদে। মরি তাহে দুখ নাই, নারী বৈল কোন ঠাঁই, বিধাতা ফেলিল এ কি ফাঁদে॥ কুড়ি টাকা পণ দিয়া, নূতন করিনু বিয়া, এক দিনো শুতে না পাইনু। কাদাখেড়ু হইয়াছে, পুনর্ব্বিয়া বাকি আছে, মাটী খেয়ে বিদেশে আইনু॥ হেদে বামণের ছেলে, আগু পাছু নাই চেলে দিল্লী আইল রাজাই করিতে। দুধে ভাতে ভাল ছিল, হেন বুদ্ধি কেটা দিল, পাতশার দেয়ানে আনিতে॥ মানসিংহ সঙ্গ পেয়ে, রাজা হৈতে এল ধেয়ে, এখন সে মানসিংহ কই। গাঁজা খোর রজপুত, আফিঙ্গেতে মজবুত, ব্রহ্মহত্যা করিলেক অই॥ মোগলে রহিল ঘেরি, সদা করে তেরি মেরি, রাঙ্গা আঁখি দেখে ভয় পাই। খোট্টা মোট্টা বুঝি নাই, লুকাইব কোন ঠাঁই, ছাতি ফাটে জল দে রে খাই। উজ্বর্ক কজল বাসে, ঘেরিয়াছে চারি পাশে, রোহেলাজল্লাদ আদি যত। কামড়ায়ে খেতে যায়, জাতি লৈতে কেহ চায়, কত জনে কহে কতমত॥ অরে রে হিন্দুকে পুত, দেখালাও কঁহা ভুত, নাহি তুঝে করুঙ্গা দোটুক

ন হোয় সুন্নত দেকে, কলমা পড়াঁও লেকে, জাতি লেউ খেলা-
য়কে থুক॥ ধরিবারে কেহ ধায়, কাটি বারে কেহ চায়, অন্নদা
ভাবেন মজুন্দার। অন্নদা ধ্যানের বলে, তেজঃ যেন অগ্নি জ্বলে,
ছুঁইতে যোগ্যতা হয় কার॥ স্তুতি পাঠে অন্নদার, বসিলেন মজু
ন্দার, চৌদিকে যবনে ধূম করে। সিংহ যেন বসি থাকে, চারি
দিকে শিবা ডাকে, কাছে যেতে নাহি পারে ডরে॥ ভুরিশিটে
মহাকায়, ভূপতি নরেন্দ্র রায়, তাঁর সুত ভারত ব্রাহ্মণ। কৃষ্ণ
চন্দ্র নৃপাজ্ঞায়, অন্নদামঙ্গল গায়, নীলমণি প্রথম গায়ন॥

মজুন্দারের অন্নদা স্তব।

প্রসীদ মাতরন্নদে ধরাপ্রদে ধনপ্রদে। পিনাকি
পদ্মপাণি পদ্মযোতি সদ্মসন্মদে॥ করস্থ রত্ন
দর্ব্বিকা সুপান পাত্র শর্ম্মদে। পুরস্থ ভুক্ত শম্ভু
নর্ত্তনে কটাক্ষদে॥ সুধান্বিত প্রভাত ভানুং
দন্ত কচ্ছদে। স্মিত প্রাকাশিত ক্ষণপ্রভাংশু
মুক্তিকা রদে॥ বিলোললোচনাঞ্চলেন শান্ত
রক্ত পারদে। প্রসীদ ভারতস্য কৃষ্ণ চন্দ্র
ভক্তি সম্পদে॥ ধ্রু।

অন্নদার মজুন্দারে অভয়দান।

স্তুতি কৈলা মজুন্দার, স্মৃতি হৈল অন্নদার, আসিয়া দিল্লীতে
উত্তরিলা। জয়া বিজয়ারে লয়ে, আকাশ ভারতী কয়ে, মজুন্দারে
অভয় করিলা॥

ভয় কি রে অরে ভবানন্দ। মোর অনুগ্রহ যারে, কে তারে
বধিতে পারে, দুঃখ যাবে পাইবে আনন্দ॥ পাপী পাতশার

পুত, আমারে কহিল ভূত, ভালমতে ভূত দেখাইব। পাতশাহী সরঞ্জাম, যত আছে ধূমধাম, ভূত দিয়া সব লুটাইব॥ যতেক বেদের মত, সকলি হইল হত, নাহি মানে আগম পুরাণ। মিছা মালা ছিলি মিলি, মিছা জপে ইলি মিলি, মিছা পড়ে কলমা কোরাণ॥ যত দেবতার মঠ, ভাঙ্গি ফেলে করি হঠ, নানামতে করে অনাচার। বামন পণ্ডিত পায়, থুথু দেয় তার গায়, পৈতা ছেঁড়ে ফোটা মোছে আর॥ এত বলি মহামায়া, দিয়া তারে পদ ছায়া, রক্ষাহেতু জয়ারে রাখিলা। ডাকিনী যোগিনী ভূত, ভৈরব বেতাল দূত, সঙ্গে লয়ে সহরে চলিলা॥ জয়া নিজগণ লয়ে, রহিল রক্ষক হয়ে, আনন্দে রহিল মজুন্দার। মোগলে ছুইতে যায়, ভূতে ঢেকা মারে তায়, ব্রহ্মদৈত্য করয়ে প্রহার॥ যবনের ধূমধাম, ভূত হাঁকে হুম হাম, মহামারি পড়িল মশানে। কহে রায় গুণাকর, অন্নপূর্ণা দয়া কর, পরীক্ষিত তনু ভগবানে॥

অন্নপূর্ণা সৈন্যবর্ণন।

ধূধূ ধম ধম, ঝমক ঝমক ঝমক ঝম, ঘনং নৌবত বাজে। ঝাঁগড় ঝাঁগড়, গড় গড় গড় গড়, দগড় রগড় ঘন ঝাঁজে। হান হান হাঁকা শত শত বাঁকা, বাঁক কটার বিরাজে কত কত হাজী, কত কত কাজী, ধাইল ছাড়ি নমাজে॥ বড় বড় দাড়ী চামর ঝাড়ী, গোঁফ উঠে শির তাজে॥ গোলা ধম ধম, গোলী ঝম ঝম, গম গম তোপ আবাজে॥ ঝন ঝন ঝনন, ঠন ঠন ঠনন

বরি খতবরকন্দাজে। পদ নথ হননে,
বধিছে যবনে, খগগণ যেমন বাজে ॥ মা-
রিয়া লাথী, বধিছে হাতী, ঘোড়া অনলে
ভাজে। শোণিত পানা, সহিতে দানা চ-
র্ব্বই যেমন লাজে॥ ভৈরব লম্ফে, ধরণী
কম্পে, বাসুকি নতশির লাজে। ভারত
কাতর, কহিছে মুরহর, রিপুবর কর
অব্যাজে ॥ ধ্রু॥

ডাকিনী যোগিনী, শাঁখিনী পেতনী, গুহ্যক দানব দানা। ভৈরব রাক্ষস, বোক্কস খোক্কস, সমরে দিলেক হানা॥ লপটে ঝপটে, দপটে রপটে, ঝড় বহে খরতর। লপ লপ লম্ফে, ঝপ ঝপ ঝম্পে, দিল্লী কাঁপে থর থর॥ টাকরে চাপড়ে, আঁচড়ে কামড়ে, মরিছে যবন সেনা। রক্তের পাঁতারে, ভৈরব সাঁতারে গগনে উঠিছে ফেনা॥ তা থই তা থই, হো হো হই হই, ভৈরব ভৈরবী নাচে। অট অট হাসে, কট মট ভাষে, মত্ত পিশাচী পিশাচে॥ তুরঙ্গ ধরিয়া, গণ্ডুষ করিয়া, মাতঙ্গ পূরিয়া গালে। সিপাহী ধরিয়া, ফেলিয়া লুফিয়া, খেলিছে তাল বেতালে॥ রথ রথি সঙ্গে, মুখে পুরি রঙ্গে, দশনে করিছে গুঁড়া। হুঙ্কার ছাড়িয়া ফুঁকে উড়াইয়া, খেলিছে আবির উড়া॥ নরশিরমালা, সমর বিশালা, শোণিত তটিনী তীরে। রনজয় তালী, ঘন দিয়া কালী শৃগালী বেষ্টিত ফিরে॥ এই রূপে দানা, গণ দিল হানা, যবনে হইল দায়। ললিত বিধানে, রচিয়া মশানে, রায় গুণাকর গায়॥

এ কি ভূতগত দেশে রে। না জানি কি হবে
শেষে রে॥ উত্তম অধম, না হয় নিয়ম,
কেহ নাহি ধর্ম্ম লেশে রে। দাতা ছিল
যারা, ভিক্ষা মাগে তারা, চোর ফিরে সাধু
বেশে রে॥ যবনে ব্রাহ্মণে, সমভাবে গণে
তুল্য মূল্য গজ মেষে রে। ভারতের মন,
দেখি উচাটন, না দেখিয়া হৃষীকেশে রে॥ ধ্রু॥

এই রূপে দিল্লীতে পড়িল মহামার। যবনের হাহাকার ভূতের হুঙ্কার॥ ঘরে ঘরে সহরে হইল ভূতাগত। মিয়ারে কহিছে বান্দী শুন হজরত॥ বিবীরে পাইল ভূতে প্রলয় পড়িল। পেশ বাজ ইজার ধমকে ছিঁড়াদিল। চিতপাত হয়ে বিবী হাত পা আছাড়ে। কত দোয়া দবা দিনু তবু নাহি ছাড়ে॥ শুনি মিয়া তসবী কোরাণ ফেলাইয়া। দড় বড় বড় দিলা ওঝারে লইয়া॥ ভূত ছাড়াইতে ওঝা মন্ত্র পড়ে যত। বিবী লয়ে ভূতের আনন্দ বাড়ে তত॥ অরে রে খবিস তোরে ডাকে ব্রহ্মদূত। ও তোর মা-ভারি তুই উহারি সে পুত। কুপী ভরি গিলাইব হারামের হাড় ফতমা বিবীর আজ্ঞা ছাড় ছাড় ছাড়॥ ইত্যাদি অনেক মন্ত্র পড়িলেক ওঝা। মিয়া দিলা লিখিয়া তাবিজ বোঝা বোঝা॥ আর বিবী বান্দীরে ধরিছে আর ভূতে। ওঝারে কিলায় কেহ মুখে মূতে॥ ধূলা ঝাড়ি গুড়ি গুড়ি পলাইল ওঝা। মিয়া হৈলা মিয়ানী ওঝার ঘাড়ে বোঝা॥ এই রূপে ভূতাগত হইল সহরে। হা হা কার হুহুঙ্কার প্রতি ঘরে ঘরে। শূন্য পথে সিহরথে অন্নদা রহিলা। সহরের যত অন্ন কটাক্ষে হরিলা॥ পাতশার ভাণ্ডার কি

আর আর ঠাঁই। হাট ঘাট বাজারে দোকানে অন্ন নাই॥ ধান চাল মাষ মুগ ছোলা অরহর। মসূরাদি বরবটী বাটুলা মটর॥ দেধীন মাড়ুয়া কোদা চিনা ভুরা যব। জনার প্রভৃতি গম আদি আর সব॥ মৎস্য মাংস কাঁচা পাকা নানা গুড় দ্রব্য। ঘাস পাত ফুল ফল যতমত গব্য॥ কিনিতে বেচিতে কেহ কোথায় না পায়। সবে বলে আচম্বিতে এ কি হৈল দায়॥ নগর পুড়িল দেবালয় কি এড়ায়। মিশালে বিস্তর হিন্দু ঠেকে গেল দায়॥ উপোষে উপোষে লোক হৈল মৃত প্রায়। থাকুক অন্যের কথা জল নহি পায়॥ বকরা বকরী আদি নানা জন্তু কাটি। খাই বারে সকলেতে মাস লয় বাঁটি॥ নানামতে লোক আহারের চেষ্টা পায়। হাতে হৈতে হরিয়া ভৈরবে লয়ে যায়॥ এইরূপে সপ্তাহ সহরে অন্ন নাই। ছেলে পিলে বুড়া রোগা মৈল কত ঠাঁই পাতশার কাছে গিয়া উজির নাজির। সহরের উপদ্রব করিল জাহির॥ পাতশা কহেন বাবা কি কৈল গোসাঁই। সাত রোজ মোর ঘরে খানা পিনা নাই॥ মামুর হইল মোর বাবরুচি খানা। ঘরে হৈতে নিকলিতে না পারে জনানা॥ গোহাড় ইটাল ইট শূন্য হইতে পড়ে। ভূচালার মত চালা কোটা সব লড়ে॥ আন্ধারে কি কব রোজ রৌশনে আন্ধার। হুপ হাপ ডুপ দাপ হুঙ্কার হাঁকার॥ দেখিতে না পাই কেবা করে ধুমধাম। সবো রোজ হাঁকে হুম হাম থুম থাম॥ যুবতী সহেলী বান্দী ধরিয়া পাছাড়ে। বেহোঁশ হইয়া তারা হাত পা আছাড়ে॥ থবিশ পাইল বলি ডাকি আনি ওঝা। লিখে দিনু গলায় তাবিজ বোঝা বোঝা॥ এমন থবিশ আর না শুনি কোথায়। তাবিজ ছিঁড়িয়া

কেলি ওঝারে কিলায়॥ ভারত কহিছে ভূতনাথের এ ভূত। খবিশের খবিশ যমের যমদূত॥

পাতশার নিকটে উজিরের নিবেদন।

ফিরিয়া চাও মা অন্নদা ভবানী। জননী না শুনে কোথা বালকের বাণী॥ ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কাম, সাধন তোমার নাম, বিধি হরি হর ভাবে শ্রীপদ দুখানি। তুমি যারে দয়া কর, অন্নে পূর্ণ তার ঘর, না থাকে আপদ কিছু আমি ইহা জানি॥ পান পাত্র হাতা হাতে, রতন মুকুট মাথে, নাচাও ত্রিশূলপাণি দিয়া অন্ন পানি॥ ভারত বিনয় করে, অন্নে পূর্ণ কর ঘরে, হরি ভক্তি দেহ মোরে তবে দয়া জানি॥ ধ্রু॥

কাজি কহে জাহাঁপনা কত কব আর। কোরাণ টানিয়া কালী ফেলিল আমার॥ নাহি মানে কোরাণ তাবিজ মজবুত। এ কভু খবিশ নহে হিন্দুর এ ভূত॥ উজির কহিছে আলম্পনা সেলামত আমি বুঝি সেই বামনের কেরামত॥ মানসিংহ কহিয়াছে দেবী পূজে সেই। যখন যে চাহে তাহে দেবী তাহা দেই॥ তুমি তার দেবীরে হিন্দুর ভূত কয়ে। ভূত দেখা বলি বন্দী কৈলা ক্রুদ্ধ হয়ে॥ সেই দেবী এত করে মোর মনে লয়। মানাও সে বামনেরে মিটিবে প্রলয়। উজিরের বাক্যে জাহাঙ্গীর জ্ঞান পায়। দণ্ড ষড় ডাকাইল মানসিংহ রায়॥ মানসিংহ আসিয়া করিল নিবেদন। ভূত জানে তুমি জান জানে সে বামন॥ আমি দেখিয়াছি বামনের কেরামত। অন্নপূর্ণা ভবানীর মহিমা যেমত॥ ভাল হেতু

করেছিনু হজুরে আরজ। নহিলে কহিতে মোর কি ছিল গরজ ॥
ভূত বলি দেবীরে সাহেব গালি দিলা। সহরে কহর এত আপনি করিলা ॥ এখনো সে বামণেরে কর পরিতোষ। তবে বুঝি তার দেবী মাপ করে রোষ ॥ মানসিংহ রায়ের কথার অনুসারে মজুন্দারে আনিতে কহিলা দরবারে ॥ ষোড়হাতে কহে নাজিরের লোক জন। বামনের কাছে যাবে কে আছে এমন ॥ মশানেতে শ্মশান করিল যত ভূত। হাতী ঘোড়া উট আদি মরিল বহুত ॥ মারা গেল কত শত আমীর উমরা। কেবল তক্তের বক্তে বাঁচিলা তোমরা ॥ যমুনার লহর লহুত হৈল লাল। এখন বামণে মান মিটুক জঞ্জাল ॥ শুনি জাহাঁগির বড় দিলগির হয়ে মশানে চলিলা ভয়ে দস্তবস্ত হয়ে ॥ অন্তরযামিনী দেবী অন্তরে জানিয়া। দয়া হৈল জাহাঁগিরে কাতর দেখিয়া ॥ ভূত দেখা বলি ভবানন্দে বন্দী কৈল। বাঞ্ছাকল্পতরু আমি দেখা দিতে হৈল ॥ শহরের উপদ্রব বারণ করিয়া। দেখা দিলা জাহাঁগিরে মায়া প্রকাশিয়া ॥ আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণ চন্দ্র রাজরাজেশ্বর রচিলা ভারত চন্দ্র রায় গুণাকর ॥

অন্নপূর্ণার মায়া প্রপঞ্চ।

কে তোমা চিনিতে পারে গো মা। বেদে
সীমা দিতে নারে গো মা ॥ ধ্রু ॥

রক্ত শতদল তক্তে পাতশা অভয়া। উজির হইলা জয়া নাজির বিজয়া ॥ মহাবিদ্যাগণ যত হৈলা পরিবার। আমীর উমরা হৈল যত অবতার ॥ বিশ্ব বাড়ী মুরুচা বুরুজ বার রাশি। গোলন্দাজ নবগ্রহ নক্ষত্র সাতাশি ॥ বিষ্ণু বকসী ব্রহ্মা কাজী মুনসী মহেশ

সেনাপতি শাহজাদা কার্ত্তিক গণেশ।। ব্রহ্মাণী বৈষ্ণবী মাহে-
শ্বরী শিবদূতী। নারসিংহী বারাহী কৌমারী পৌর হুতী।।
আট দিকে আনন্দে নায়িকা আট জন। শিরে ছত্র ধরে করে
চামর ব্যজন।। সঙ্কা হৈল বরুণ পবন ঝাঁড়ুকশ। চন্দ্র সূর্য্য মশা
লচী মশাল ওজস।। মজুন্দারে রাজা করি রাখিলা সন্মুখে। দেব
রাজ রাজছত্র ধরিয়াছে সুখে।। জাহাঁগীর যেমন এমন কত
আর। চারিদিকে মজুন্দারে করে পরিহার।। কোনখানে মধু
কৈটভের মহারণ। কোনখানে মহিষাসুরের নিপাতন।। কোন
খানে সুগ্রীব দূতের রায়বার। কোনখানে ধুম্রলোচনের তিরস্কার
কোনখানে উগ্রচণ্ডা চণ্ডমুণ্ড কাটি। কোনখানে রক্তবীজ যুদ্ধ
পরিপাটী।। কোনখানে শুম্ভ নিশুম্ভের বিনাশন। কোন খানে
সুরথ সমাধি দরশন।। কোনখানে রাম রাবনের মহারণ। কোন
খানে কংসবধ আদি বিবরণ।। কোনখানে মনসা শীতলা ষষ্ঠী
গণ। পুঁড়াশুর ঘাঁটু মহাকাল পঞ্চানন।। দেবতা তেত্রিশ কোটি
যত আছে আর। আশে পাশে অদভুত ভূতের বাজার।। যো-
গিনী যোগান দেয় পাশরী ডাকিনী। কাঙ্গালি হইয়া মাগে শাঁ-
খিনী পেতিনী।। রক্ষক রাক্ষসগণ যক্ষগণবেনে। সহরেরদ্রব্য যত
জুতে দেয় এনে।। কিনে লয় ব্রহ্মদৈত্য দানা লয় কেড়ে। ভৈরব
হৈহৈ রবে লয় ফিরে তেড়ে।। সিদ্ধগণ দোকানী চারণগণ চোর
প্রেতগণ প্রহরী হাঁকিনী হাকে ঘোর।। নৃত্য করে গীত গায় বা-
জায় বাজন। বিদ্যাধর কিন্নর গন্ধর্ব্ব আদি গণ।। ঋষিগণেরে
ধরি আনে যত চণ্ড। যমদূতগণে তারে করে যমদণ্ড।। শূন্যেতে
হইল এক মায়া জলনিধি। হর নৌকা হরি মাঝী পার হন বিধি

তাহাতে কমলদহ অতি সুশোভন। শীতল সুগন্ধ মন্দ পবন॥ ছয় ঋতু ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী। মধুকর কোকিল শিখণ্ডী শিখণ্ডিনী॥ এক দল দ্বিদল সহস্র লক্ষ দল। অধোমুখে নানাজাতি ফুটিছে কমল॥ একআদি লক্ষ অন্তদন্ত কর্ণ পায়। ঊর্দ্ধপদে হেটপিঠে হাতী নাচে তায়। তার পিঠে অধঃশিখে অনল জ্বলিছে। মোমের পুতলি তাহে সুরতি খেলিছে॥ ঊর্দ্ধ পদে হেটমাথে তাহে নাচে নারী। মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজে বিনা বাদ্যকারি॥ সেই রামা চন্দ্র সূর্য্য অঞ্জলি করিয়া। অন্নদার পদে দেই অজপা জপিয়া॥ মৃদুহাসে জল হৈতে অনল তুলিয়া। গিলিয়া উগারে পুনঃ অঞ্জলি করিয়া॥ হাসি হাসি হাই ছাড়ে কি কব যে কাণ্ড। একেবারে খেতে পারে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড॥ তার পাশে আর এক কমলে কামিনী। গিলিয়া উগারে গজ্জ গজেন্দ্র গামিনী॥ আর দিকে আর পদ্মে এক মধুকর। ছয় পদে ধরিয়াছে ছয় করিবর॥ আর দিকে আর পদ্মে এক মধুকরী। নর সঙ্গে রতিরঙ্গে প্রসবে কেশরী॥ আরদিকে এক পদ্মে নাগিনী কুমারী। অর্দ্ধ অঙ্গ নাগ তার অর্দ্ধঅঙ্গ নারী॥ একবারে এক জন পাতশারে চায়। সবে দেখে সর্বসুদ্ধ ধরি যেন খায়॥ এক বার বিষদৃষ্টে প্রাণ লয় হরি। আর দৃষ্টে প্রাণ দেয় সুধাবৃষ্টি করি ক্ষণে অচেতন হয় ক্ষণে সচেতন। হাসে কাঁদে উঠেপড়ে নমাজে যেমন॥ প্রেমে ভয়ে মোহ স্তব করিবারে চায়। মুখে না নিঃসরে বাণী ভূমে গড়ি যায়॥ ভক্ত হৈলা জাহাঁগীর অন্তরে জানিয়া। নত মায়া মহামায়া হরিলা হাসিয়া॥ জ্ঞান পেয়ে জাহাঁগীর প্রাণ পাইল হেন। মজুন্দারে স্তুতি করে দাস্য বাস্য যেন॥ আজ্ঞা

দিলা কৃষ্ণচন্দ্র রাজরাজেশ্বর। রচিলা ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

ভবানন্দের পাতশার বিনয়।

জাহাঁগীর কহে শুন বামন ঠাকুর। না জানি করিনু দোষ রোষ কর দূর॥ দেবীপুত্র দয়াময় মোরে কর দয়া। তোমার প্রসাদে আমি দেখিনু অভয়া॥ অধম যবন আমি তপস্যা কি জানি। অধর্ম্মেরে ধর্ম্ম বলি ধর্ম্ম নাহি মানি॥ তবে যে আমারে দেখা দিলা মহামায়া। তার মূল কেবল তোমার পদছায়া॥ অধম উত্তম হয় উত্তমের সাথে। পুষ্পসঙ্গে কীট যেন উঠে সুরমাথে॥ তবে যে পাইলে দুঃখ দুঃখ নাহি ইতে। রাহুগ্রস্ত হন চন্দ্র লোকে পুণ্য দিতে॥ ঘৃণা ছাড়ি ছুঁয়ে শুদ্ধ করহ আমারে। পরশ পরশে লোহা সোণা করিবারে॥ মজুন্দার হন কেন এত কথা কও। জাহাঁপনা সামান্যা মানুষ তুমি নও॥ তবে মোরে বড় বল দেবীভক্ত জানি। আমা হৈতে তুমি বড় ভক্ত অনুমানি॥ যে রূপে তোমারে দরশন দিয়া দেবী। এরূপ না দেখি আমি এতদিন সেবি॥ ইথে বুঝি আমাহৈতে তুমি তাঁর প্রিয়। এই নিবেদন করি কৃপাদৃষ্টি দিয়॥ পাতশা কহেন শুন বামন ঠাকুর। দেবী পূজা করি মোর পাপ কর দূর॥ সে পদ পূজিলে পাব সেই পদে ঠাঁই॥ হায় রে পূজিব কিসে কোন চীজ নাই॥ অন্তর যামিনী দেবী দানা হস্ত দিয়া। পূজার সামগ্রী যত দিলা পাঠাইয়া॥ দেখিয়া সবারে আরো বাড়িল বিস্ময়। সাক্ষাত দেবীর পুত্র মজুন্দারে কয়॥ জাহাঁগীরে কহেন ঠাকুর মোরে বাঁচা। ভালমতে বুঝিনু তোমার দেবী সাঁচা॥ জাহাঁগীর ঢেড়ী দিলা সকল শহরে। অন্নপূর্ণা পূজা সবে কর

ঘরে ঘরে ॥ সেইখানে মজুন্দার মুদিয়া নয়ন। উর্দ্ধশেতে অন্নদারে কৈলা নিবেদন ॥ দেশ কাল পাত্র বুঝি পূজার নিয়ম ॥ অন্তরযামিনী তুমি জান সব ক্রম ॥ পাতশা অধ্যক্ষ দরবার পূজা স্থান। সদস্য কেবল দস্যু মোগল পাঠান ॥ কাজী ছাড়ে কলমা কোরাণ ছাড়ে কারী। হুলাহুলি দেই যত যবনের নারী এমন পূজার ঘটা কবে হবে আর ॥ নিবেদিনু অন্নপূর্ণা যে ইচ্ছা তোমার ॥ অন্নে পূর্ণ করি দিল্লী সকলে বাঁচাও। পাতশা প্রণাম করে কটাক্ষেতে চাও ॥ কাজী হাজী কারী আদি যবন যাবত। সর্ব্বশুদ্ধ পাতশা হইলা দণ্ডবত ॥ মধুর নৌবত বাজে নাচে রামজনী। মজুন্দার মানসিংহ পড়িলা অবনী ॥ পূজা পেয়ে অন্নপূর্ণা দিলা কৃপাদৃষ্টি ॥ সকলের উপরে হইল পুষ্প বৃষ্টি ॥ সেই ফুল চালু কলা প্রসাদ বলিয়া। প্রেত ভূতগণ সবে লইল লুটিয়া ॥ পূর্ব্বমত অন্নে পূর্ণ হইল সহরে। অন্নপূর্ণা পূজা সবে করে প্রতি ঘরে ॥ পূজা লয়ে অন্নপূর্ণা মহাহৃষ্টা হয়ে। কৈলাস শিখরে গেলা নিজগণ লয়ে ॥ মহানন্দে জাহাঁগীর গুণাগীর হয়ে। চলিলেন ভবানন্দ মজুন্দারে লয়ে ॥ পাতশা বসিলা গিয়া তক্তের উপরে। মানসিংহ বিদায় হইলা নিজঘরে ॥ মজুন্দার রাজাই পাইলা ফরমান। খেলাত কাটার ঘড়ী নাগারা নিশান ॥ পাতশার নিকটেতে হইয়া বিদায়। বিস্তর সামগ্রী দিলা মানসিংহ রায় ॥ দাসু বাসু আদি যত পলাইয়াছিল। সংবাদ পাইয়া সবে আসিয়া মিলিল ॥ দিল্লী হৈতে মজুন্দার দেশেরে চলিলা। ত্রিবেণীর স্নান হেতু প্রায়াগে আইলা ॥ করিলেন স্নান দান প্রয়াগের নীরে। দাসু বাসু নিবেদন করে ধীরে২

ইহাঁর মহিমা কিছু কহ নিমা সীমা। কার অধিষ্ঠানে এত ইহার মহিমা।। জ্ঞানবলে তোমরা আন্ধারে দেখ আলা। চক্ষুকাণ আছে মোরা তবু কাণা কালা।। শুন অরে দাস্থ বাস্থ কন মজুন্দার। গঙ্গার প্রভাবে এত মহিমা ইহাঁর।। ভারতেরে দয়া কর গঙ্গা দয়াময়ি। এই ছলে গঙ্গার মহিমা কিছু কই।।

গঙ্গা বর্ণন।

দাস্থ বাস্থ কর অবধান। যেই দেব নিরঞ্জন, চিৎস্বরূপী জনার্দ্দন, এই গঙ্গা সেই ভগবান। মহাদেব এক কালে, পঞ্চমুখে পঞ্চতালে, গীতে তুষ্ট কৈলা ভগবানে। নারায়ন দ্রব হৈলা, বিধি কমণ্ডলে লৈলা, বেদব্যাস বর্ণিলা পুরাণে।। তার কত দিন পরে, বলি ছলিবার তরে, নারায়ণ বামন হইলা। ত্রিপাদ ধরণী লয়ে, ত্রিবিক্রম রূপ হয়ে, একপদে স্বর্গ আচ্ছাদিলা।। বিধি সেই পদতলে, পাদ্য দিলা সেইজলে, শিব দিলা জটাজূটে ধরি। বিমল চপলভঙ্গা, সেই জল এই গঙ্গা, এইহেতু বিষ্ণুপদী নাম। ত্রিলোকে ত্রিলোক তারা, তিনি হৈলা তিনধারা, স্বর্গ মর্ত্য পাতাল বিশ্রাম। স্বর্গে মন্দাকিনী মন্দা, ভূতলে অলকনন্দা, পাতালেতে ভোগবতী নাম।। ইনি সে অলকনন্দা, নর লোকে মহানন্দা, ইহাঁরে আনিল ভগীরথ। সগরসন্তান যত, ব্রহ্মশাপে ছিল হত, এই গঙ্গা দিলা মুক্তি পথ।। শিবজটা মুক্ত হয়ে, ভাগীরথী নাম লয়ে, এথা আসি ত্রিবেণী হইলা। সরস্বতী যমুনারে, মিলাইয়া দুই ধারে, মধ্য ভাগে আপনি রহিলা।। ভগীরথে লয়ে সঙ্গে, বারাণসী দেখি রঙ্গে, স্নান গঙ্গা দক্ষিণের বাটে। জহ্নুমুনি পিয়াছিল, কাণে উগারিয়া দিল, জাহ্নবী

হইলা জহ্নু ঘাটে ॥ রাজা ভগীরথ রায়, আগে২ নাচি যায়, সাধু সাধু কহে দেবগণ। পূর্ব্বে গেলা পদ্মা হয়ে, ভাগীরথী নাম লয়ে মোর দেশে দিলা দরশন ॥ গিরিয়া মোহনা দিয়া, অগ্নদ্বীপ নিরখিয়া, নবদ্বীপে পশ্চিম বাহিনী। পুনশ্চ ত্রিবেনী হৈলা, দক্ষিণ প্রয়াগ কৈলা, ত্রিবেনীতে ত্রিলোকতারিনী ॥ শতমুখী রূপ ধরি, সাগর সঙ্গম করি, মুক্ত কৈলা সগর সন্তানে। বেদ যার বিজ্ঞ নহে, কে তার মহিমা কহে, ভারত কি কবে কিবা জানে ॥

অযোধ্যা বর্ণন।

জানকী জীবন রাম। নব দূর্ব্বাদল শ্যাম ॥
ভবপারাবারে, পারকরিবারে, তরণি রামের নাম। চারুজটাজূট, রচিত মুকুট, তাহে বনফুল দাম ॥ হাতে শরাসন, দক্ষিণে লক্ষ্মণ, ধ্যানে সুখমোক্ষ ধাম। হনুমান সঙ্গে পুলকিত অঙ্গে, ভারত করে প্রণাম ॥ ধ্রু ॥

প্রয়াগ হইতে যাত্রা কৈলা মজুন্দার। ডানি বামে যত গ্রাম কত কব তার ॥ দাস্থ বাস্থ নিবেদয়ে শুনহ ঠাকুর। এথা হইতে অযোধ্যা নগর কত দূর ॥ দেখিব রামের বাড়ী এবড় বাসনা। কৃপা করি মো সবার পূরাহ কামনা ॥ কহিলেন মজুন্দার কিছু ফের হয়। যে হৌক সে হৌক তথা যাওন নিশ্চয় ॥ দেখে যেই জন রাম জনম ভবন। ধরায় ধরিয়া তনু ধন্য সেই জন ॥ জিজ্ঞাসিয়া পথিকে পথের ভেদজানি। উত্তরিলা অযোধ্যা রামের রাজধানী অযোধ্যায় গিয়া দেখিলেন মজুন্দার। যে যেখানে রামচন্দ্র করিলা বিহার ॥ অযোধ্যা নিবাসি যত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। মজুন্দারে

আসি সবে মিলিলা ত্বরিত॥ নানাধনে মজুন্দার তুষিলা সবারে।
সাধু সাধু তারা সবে কহে মজুন্দারে॥ মহানন্দে মজুন্দার নানা
কুতুহলে। করিলেন স্নান দান সরযূর জলে॥ দিন কত সেই
স্থানে বিশ্রাম করিয়া। অযোধ্যা নিবাসি লোক সংহতি লইয়া
সকল অযোধ্যাপুরী করি দরশন। শুনিলেন বাল্মীকি প্রণীত
রামায়ণ॥ দাস্থ বাস্থ বিনয়ে কহিছে মজুন্দারে। ভাষা করি
এই কথা বুঝাও আমারে॥ সাত কাণ্ড রামায়ণ সঙ্খেপ ভাষায়
এই ছলে কহিছে ভারতচন্দ্র রায়॥

রামায়ণ কথন।

দাস্থ বাস্থ শুন মন দিয়া। বাল্মীকিপুরাণ মত, রামের
চরিত যত, সঙ্খেপে কহিব বিবরিয়া॥ এই দেশে মহারথ,
ছিলা রাজা দশরথ, সূর্য্যবংশে সূর্য্যের সমান। কৌশল্যা
প্রথম নারী, কেকয়ী দ্বিতীয়া তারি, তৃতীয়া সুমিত্রা অভিধান॥
হরি চারি অংশ লয়ে, চরুভাগে ভাগ হয়ে, তিন গর্ভে হৈলা
চারিজন। কৌশল্যা প্রসবে রাম, কেকয়ী ভরত নাম, সুমিত্রা
লক্ষ্মণ শত্রুঘন॥ লক্ষ্মী মিথিলায় গিয়া, যজ্ঞকুণ্ডে জনমিয়া,
জনকের সুতা সীতা হৈলা। সীতাপতি রামে জানি, জনক পর-
ম জ্ঞানি, হরধনুর্ভঙ্গ পণ কৈলা॥ বিশ্বামিত্র যজ্ঞকরে, যজ্ঞরাখি
বার তরে, রাম লক্ষ্মণেরে গেলা লয়ে। শ্রীরামের একশরে, তাড়কা
রাক্ষসী মরে, মারীচ পলায় দ্রুত হয়ে॥ যজ্ঞরাখি প্রভুরাম, গি
য়া জনকের ধাম, ধনু ভাঙ্গি সীতা বিয়া কৈলা। অযোধ্যা যাই
তে রঙ্গে, পরশুরামের সঙ্গে, পথে রণে রাম জয়ী হৈলা॥ ঘরে
এল সীতারাম, সিদ্ধি হৈল মনস্কাম, দশরথ রাজ্য দিতে চায়।

কেকয়ী হইলবাম, বনবাসে গেলা রাম, শোকে দশরথ ছাড়েকায়
জানকী লক্ষ্মণে লয়ে, রাম যান দ্রুত হয়ে, গুহক চণ্ডালে কৈলা
সখা। শ্রীরাম দণ্ডকবাসী, তথা উত্তরিলা আসি, রাবণ ভগিনী
শূর্পণখা ॥ রামেরে ভজিতে চায়, সীতারে লঙ্ঘিতে যায়, লক্ষ্মণ
কাটিলা নাক তার। সেই হেতু রামশরে, খর দূষণাদি মরে,
শূর্পণখা করে হাহাকার ॥ শুনি শূর্পণখা মুখে, রাবণ মনের দুখে
বনে গেল মারীচে লইয়া। মায়ামৃগরূপ হয়ে, মারচী রামেরে
লয়ে, দূরে গেল মায়া প্রকাশিয়া ॥ রামবাণে হত হয়ে, হায় রে
লক্ষ্মণ কয়ে, মায়ামৃগ মারীচ মরিল। লক্ষ্মণ সীতার বোলে, তথা
গেলা উত্তরোলে, সীতা হরি রাবণ লইল ॥ রাম মায়ামৃগ নাশি,
লক্ষ্মণ সহিত আসি, পর্ণশালে না দেখিয়া সীতা। সীতার উদ্দে-
শে যান, পথে মিলে হনূমান, সুগ্রীব বানর হৈল মিতা ॥ সুগ্রী-
বের পক্ষ হৈলা, সপ্ত তাল ভেদ কৈলা, মহাবলি বালিরে বধি-
লা। সুগ্রীবেরে রাজ্য দিয়া, হনূমানে পাঠাইয়া, জানকীর
সংবাদ জানিলা ॥ কপিগণে পাঠাইয়া, শিলা তরু আনাইয়া,
সিন্ধু বাঁধি ভবানী পূজিলা। সিন্ধু পার হৈল রাম, মনে মানি
পরিণাম, বিভীষণ আসিয়া মিলিলা ॥ অনেক সমর হৈল, কুম্ভ
কর্ণ আদি মৈল, ইন্দ্রজিত প্রভৃতি মরিল। রাবণ রুষিয়া মনে,
যুঝে শ্রীরামের সনে, শক্তিশেলে লক্ষ্মণে বিন্ধিল ॥ রাম কন হনূ
মানে, সে গন্ধমাদন আনে, তাহে ছিল বিশল্যকরনি। পাইয়া
তাহার ঘ্রাণ, লক্ষ্মণ পাইলা প্রাণ, দেবগণ করে জয়ধ্বনি ॥ রাবণ
আইল রণে, রঘুনাথ ক্রোধ মনে, ব্রহ্ম অস্ত্রে তাহারে বধিলা।

বিভীষণে দিলা লঙ্কা, ইন্দ্রের ঘুচিল শঙ্কা, পরীক্ষায় সীতা উদ্ধারিলা ॥ রাক্ষস বানর সঙ্গে, পুষ্পকে চড়িয়া রঙ্গে, রাজা হৈলা অযোধ্যা আসিয়া। সীতা হৈলা গর্ভবতী, লোকবাদে রঘুপতি, বনবাসে দিলা পাঠাইয়া ॥ সীতা তপোবনে রৈলা, কুশ লব পুত্র হৈলা, রাম অশ্বমেধ আরম্ভিলা। বাল্মীকির সঙ্গে গিয়া, কুশ লব বিবরিয়া, রামে রামায়ণ শুনাইলা ॥ কুশ লব পরিচয়ে, সীতা আনি নিজালয়ে, পরীক্ষা দিবারে পুনঃ চান। সীতা কৈলা ধরা ধ্যান, ধরা কৈলা অধিষ্ঠান, সীতা কৈলা পাতালে প্রয়াণ ॥ মুগ্ধ রাম সীতাশোকে, হেনকালে সুরলোকে, যুক্তি করি কাল গেলা তথা। লক্ষ্মণে বর্জ্জিয়া রাম, চলিলা বৈকুণ্ঠ ধাম, ভারতের অসাধ্য সে কথা ॥

ভবানন্দের কাশীগমন।

জয়তি জননী অন্নদা। গিরিশ নয়ন নন্দা অখিল ভুবন ভক্তং ভক্তি মুক্তি শর্ম্মদা ॥ কর বিলসিত রত্ন দর্ব্বী পানপাত্র সারদা। তরুণ কিরণ কমল কোচ নিহিত চরণ চারদা ॥ ভব নিপতিত ভারতস্য ভব জল নিধি পারদা ॥ ধ্রু ॥

অযোধ্যা হইতে যাত্রা কৈলা মজুন্দার। ডানি বামে যত গ্রাম কত কব তার ॥ অন্নপূর্ণা দেখিবারে কৈলা মনোরথ। ধরিলা কাশীর পথ কৈলাসের পথ ॥ শোক দুঃখ পাপ তাপ পলাইল দূরে শুভক্ষণে প্রবেশিলা বারাণসী পুরে ॥ মণিকর্ণিকার জলে করি স্নান দান। দর্শন করিলা বিশ্বেশ্বর ভগবান ॥ এক মাস কাশী

মাঝে করিয়া বিশ্রাম। দেখিলা সকল স্থান কত কব নাম ॥ অন্নপূর্ণাপুরে অন্নপূর্ণার প্রতিমা। বিশ্বকর্ম্মা নিরমিত অতুল মহিমা ॥ শিব কৈলা যার পূজা দেবগণ লয়ে। করিলা তাঁহার পূজা সাবধান হয়ে ॥ ষোড়শোপচার উপহার কত আর। পুথিবেড়ে যার আর কত কব তার ॥ ব্রতদাস পূজা কৈলা কাশীতে আসিয়া। সাক্ষাত হইয়া দেবী কহিলা হাসিয়া ॥ অরে বাছা ভবানন্দ বর পুত্র তুমি। তোমার পরশ পুণ্যে ধন্য হৈল ভূমি ॥ তুমি হৈলা ধরাপতি ধন্য হৈল ধরা। বিলম্ব না কর ঘরে চল করি ত্বরা ॥ চন্দ্রমুখী পদ্মমুখী মোর ব্রতদাসী। তুমি মোর ব্রতদাস বড় ভাল বাসি ॥ গোপাল গোবিন্দ আর শ্রীকৃষ্ণ কুমার। তিন জন সদা তিন লোচন আমার ॥ সুখে গিয়া রাজ্য কর তা সবারে লয়ে। করিহ আমার পূজা সাবধান হয়ে ॥ সেখানে তোমারে দেখা দিব আরবার। সেই কালে কব কথা যত আছে আর ॥ এত বলি অন্নপূর্ণা কৈলা অন্তর্দ্ধান। মূর্চ্ছা হৈল মজুন্দারে পুনঃ হৈল জ্ঞান ॥ বিস্তর করিয়া স্তুতি প্রতিমা সম্মুখে। দেশেরে চলিলা অন্নপূর্ণা ভাবি সুখে ॥ অন্নপূর্ণা মঙ্গল রচিল করিবর। শ্রীযুত ভারত চন্দ্র রায় গুণাকর ॥

ভবানন্দের স্বদেশে উপস্থিত।

ভাই চল চল রে ভাই চল চল। ঘরে যাব
অন্নপূর্ণা বল বল ॥ ধ্রু ॥

কাশী হৈতে প্রস্থানি করিলা মজুন্দার। ডানি বামে যত গ্রাম কত কব তার ॥ বন পথে চলিলেন পঞ্চকূট দিয়া। নাগপুর কর্ণগড় পশ্চৎ করিয়া ॥ বৈদ্যনাথে বৈদ্যনাথে করি দরশন। বক্রে

শ্বরে দেখিয়া সানন্দ হৈল মন ॥ বনভূমি এড়াইয়া রাঢ়ে উপনীত দেখিয়া দেশের মুখ মহা হরষিত ॥ অজয় হইয়া পার করিলা গমন। ডানি বামে যত গ্রাম কে করে গণন ॥ কাটোয়া রহিল বামে গঙ্গার সমীপ। গঙ্গা পার হইয়া পাইলা অগ্রদ্বীপ ॥ গঙ্গা স্নান করিয়া দেখিলা গোপীনাথ। করিলা বিস্তর স্তব করি যোড় হাত ॥ সেই খানে নানা সরে ভোজন করিলা। বাড়ীতে সংবাদ দিতে বাস্থ পাঠাইলা ॥ ত্বরা করি আসি বাস্থ দিল সমাচার। ঠাকুর আইলা জয় করি দরবার ॥ রাজাই পাইলা ঘড়ী নাগারা নিশান। কি কহিব বিশেষ দেখিবে বিদ্যমান ॥ শিরোপা আমারে দেহ যোড় আর শাড়ী। মাথায় বান্ধিয়া আমি আগে যাই বাড়ী ॥ শুনি রাম সুমার্দ্ধার সীতা ঠাকুরাণী। বাস্থরে শি-রোপা দিলা যোড় শাড়ী আনি ॥ সাধী মাধী দুই দাসী আইল ধাইয়া। সমাচার দিল বাস্থ নিকটে ডাকিয়া ॥ দুই ঠাকুরানীরে সংবাদ দেহ গিয়া। রাজা হয়ে ঠাকুর আইলা ডঙ্কা দিয়া ॥ দুজ্নার পরিবার দুই শাড়ী লয়ে। আগে আমি ঘরে যাই রাঙ্গা চোঙ্গা হয়ে ॥ শুভ সমাচার শুনি দুই ঠাকুরাণী। বাস্থরে শি-রোপা দিলা শাড়ী দুই খানি ॥ শাড়ী লয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ী গেল বাস্থ। দাস্থর জননী বলে কোথা মোর দাস্থ ॥ নেচে ফিরে বাস্থর রমণী সুখ পেয়ে। চোর হেন দাস্থর রমণী রৈল চেয়ে ॥ নাগারা নিশান ঘড়ী সংযোগ করিয়া। কতগুলি লোক যোগ্য ঠাকুর রাখিয়া ॥ পরদিনে বাস্থ অগ্রদ্বীপে উত্তরিলা। মজুন্দার মাতবর উকীল রাখিলা ॥ লিখাইয়া পঞ্জা ফরমানের নকল। খাজানাতে সাবধানে রাখিলা আসল। ঢাকায় নবাব তথা পাঠায়ে

উকীল। ডঙ্কা দিয়া বাগোয়ানে হইলা দাখিল ॥ অন্নপূর্ণামঙ্গল রচিলা কবিবর। শ্রীযুত ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥

ভবানন্দের বাটী উপস্থিতি।

আনন্দ বড় রে। সব ধামে সব গ্রামে সব যামে ॥ জয় শব্দ পড় রে। শ্রুতিসামে অবিশ্রামে ফুলদামে ॥ সব লোক জড় রে ॥ শুভ কামে অভিরামে অবিরামে ॥ ভারত দড় রে। পরিণামে হরিনামে পরণামে। ধ্রু।

প্রথমে গোবিন্দদেবে প্রণাম করিলা। জনকের জননীর চরণ বন্দিলা ॥ সীতা ঠাকুরাণী যত এয়োগণ লয়ে। পুত্রের নিছনি কৈলা মহাহৃষ্ট হয়ে ॥ শঙ্খ ঘণ্টা বাজে বাজে বিবিধ বাজন। হুলু হুলু ধ্বনি করে যত রামাগণ ॥ রাজাইর ফরমানে বহিত্র বরণে। বরিয়া লইলা অন্নপূর্ণার ভবনে ॥ পাইয়া সিন্দূর তৈল গেল রামাগণ। ভাবিছেন মজুন্দার কি করি এখন ॥ দুই নারী দুই ঘরে কোথা যাব আগে। মনে এই আন্দোল কন্দল পাছে লাগে ॥ এত ভাবি জননীর নিকটে বসিলা। বিদেশের দুঃখ যত কহিতে লাগিলা ॥ দেখা হেতু বন্ধুবর্গ এসেছিল যারা। ক্রমে২ সকলে বিদায় হৈল তারা ॥ দরবেরে কাপড় ছাড়িলা মজুন্দার। দাসু যোগাইল ধূতীযোড় পরিবার ॥ সায়ংসন্ধ্যা সমাপিয়া বসি পান খান। সাধী দাসী মনে মনে করে অনুমান ॥ ছোট মার কাছে পাছে আগে যান জানি। ধেয়ে গেল যথা বসি বড় ঠাকুরাণী ॥ এ সুখে বঞ্চিত কবি রায় গুণাকর। দুই নারী বিনা নাহি পতির আদর ॥

বড় ঠাকুরাণীর গো। ঠাকুর হইয়া রাজা তুমি রাণী গো॥ যুবা হয়া বুড়া হয়া সবে জানি গো। হয়া যদি হবে শুন মোর বাণী গো॥ মাধী লয়ে ছোট করে কানাকানি গো। তোমারে না দিবে হেন অনুমানি গো॥ মাধী পাছে পড়ি দেয় পাণ পানি গো। কত মন্ত্র তন্ত্র জানে সে নাপানী গো॥ ছোট যুবা প্রভু তাহে যুবজানি গো। আধবুড়া তুমি তাহে অভিমানি গো॥ ছোটর ঘরেতে হবে রাজধানী গো। তারি ঘরে ঠাকুরের আমদানী গো। ছোটরে বলিবে লোকে মহারাণী গো। তোমারে বলিবে বুড়া ঠাকুরাণী গো॥ হাত তোলা মত পাবে অন্ন পানি গো। বড়হয়ে ছোট হবে মানহানি গো॥ পুত্রবতী গুণবতী বট জানি গো। যৌবনে সে পতিমন লবে টানি গো। রূপেবতী লক্ষ্মী গুণবতী বাণী গো। রূপেতে লক্ষ্মীর বশ চক্রপাণি গো॥ আগে যদি ঠাকুরেরে ডাকি আনি গো। ছোট পাছে পথে করে টানাটানি গো॥ টেনে টুনে বাঁধ ছাঁদ খোঁপাখানি গো। শাড়ী পর চিকন শ্রীরামখানি গো॥ দেহুড়ীর কাছে থাক হয়ে দানী গো। ঘরে আন ধরে করে টানাটানি গো॥ পতি লয়ে দু সতিনে হানাহানি গো॥

ছোট রাণীর নিকটে মাধীর বাক্য॥

সাধীর বচন শুনি, চন্দ্রমুখী মনে গুনি, বটে বটে বলিয়া উঠিলা। মন করে ধড়ফড়, বেশ কৈলা দড়বড়, পতি তুলাইতে মন দিলা॥ খোঁপা বাঁধি তাড়াতাড়ি, পরিয়া চিকন শাড়ী, পড়িয়া কাজল চক্ষে দিলা। পড়া তৈল মুখে মাখি, পড়া ফুল চুলে রাখি, নানামন্ত্রে সিন্দূর পরিলা॥ পরি পড়া গন্ধ চুয়া, মুখে

পড়া পাণ গুয়া, ন্যাস বেশ নাপান ঝাঁপান। গলিত হয়েছে কুচ, কেমনে সে হবে উচ, ভাবিয়া উপায় নাহি পান ॥ ছেলে কেন্দে উঠে কোলে, তোষেন মধুর বোলে, কন্দানা রে অই তোর বাপা। তোর বাপে আনি গিয়া, থাক বাছা চুপ দিয়া, অই ডাকে কাণ কাটা হাঁপা ॥ সাধীরে বালক দিয়া, দেহুড়ীর কাছে গিয়া, রহিলা প্রহরী যেন রেতে। প্রভু আসিবেন যেই, ধরে লয়ে যাব তেঁই, না দিব সতার ঘরে যেতে ॥ ওথা পদ্মমুখী লয়ে, মাধী রসে মগ্ন হয়ে, নানামতে বেশ করি দিলা। পতি ভুলাবার কলা, জানে নানামত ছলা, ক্রমে ক্রমে সব শিখাইলা ॥ সতিনী তোমার বেটা, কোলে তার তিন বেটা, ঘর দ্বার সকলি তাহার। শ্বশুর শাশুড়ী যারা, তাহারি অধীন তারা, এই মাধী কেবল তোমার ॥ দরবারে জয় লয়ে, প্রভু আইলা রাজা হয়ে, আগে যদি তার ঘরে যান। মহারাণী হবে সেই, মোর মনে লয় এই, তুমি হবে দাসীর সমান ॥ একে তার তিন বেটা, তাহারে আঁটিবে কেটা, আরো যদি রাণী হয় সেই। রাজপাট সব লবে, তোমার কি দশা হবে, আমার ভাবনা বড় এই ॥ দুয়ারে দাড়ায়ে থাক, আঁখি ঠার দিয়া ডাক, আমি গিয়া ঠাকুরেরে ডাকি। আগে তাঁরে ঘরে আনি, তোমারেত করি রাণী, তবে সে সতিনী পায় ফাকী ॥ এত বলি তাড়াতাড়ি, চলিল বাহির বাড়ী, মাধী যেন মাতাল মহিষী। চূড়া ছাঁদে বাঁধা চুল, তাহাতে চাঁপার ফুল, আঁচল লুটায় মাটি মিশি ॥ নাপান ঝাঁপানে যায়, ডানি বামে নাহি চায়, উত্তরিলা যথা মজুন্দার। দাঁড়াইয়া এক পাশে, কথা কহে মৃদুহাসে, রায় গুণাকর কহে সার ॥

মার কাছে মজুন্দার বসি পাণ খান। হেনকালে মাধী এল গালভরা পাণ॥ ছোটমার ঘরে আসি পাণ খেতে হয়। এত বলি ঝারি বাটা অমৃতীটি লয়॥ মাধী যদি ঝারি বাটা অমৃতী লইল। বিধাতা মনের মত সংযোগ করিল॥ রাখিতে কে পারে আর সাধী দিল টান। ঘাড় ফিরে আড়ে আড়ে মার দিকে চান॥ মায়ের পোয়ের ভাব রহে নাকি ছাপা। সীতা কন ঘরে গিয়া পাণ খাও বাপা॥ আশা বুঝি বাসু আশু খড়ম যোগায়। হাসি হাসি মাধী দাসী আগে আগে যায়॥ দেহুড়ীর পারমাত্র গৈলা মজুন্দার। সমুখেতে চন্দ্রমুখী কৈলা নমস্কার॥ জিজ্ঞাসিলা মজুন্দার বাড়ীর কুশল। চন্দ্রমুখী নিবেদিলা সকলি মঙ্গল॥ এই ঘরে আসি বসি খাউন পাণ জল। দেখিবারে ছেলে পিলে হয়েছে বিকল॥ শুনি মজুন্দার বড় উন্মনা হইলা। কার ঘরে আগে যাব ভাবিতে লাগিলা॥ যাইতে ছোটর ঘরে বড় মনোরথ। বড় কৈলা বাদহাটা আগুলিয়া পথ॥ এক চক্ষু কাতারয়ে ছোট ঘরে যায়। আর চক্ষুরাঙ্গা হয়ে বড় জনে চায়॥ সন্ধ্যাকালে চক্রবাক চাহে যেন লক্ষে। এক চক্ষে তরুণী তরনি আর চক্ষে॥ মাধী বলে আগে যাউন ছোট মার ঘরে। তার পরে যাবেন যেখানে মন ধরে॥ সাধী বলে মাধী তোরে সাক্ষী কেবা মানে। ঠাকুর যাবেন বুঝি আপনার স্থানে॥ ঠাকুরাণী ঠাকুরে যখন কথা হয়। দাসী হয়ে কথা কৈস বুকে নাহি ভয়॥ আগে বড় পিছে ছোট বিধির এ কট। তুই কি করিবি তাহে উলট পালট॥ কন্দল লাগায়ে ঘর মজাইবি বুঝি। রামায়ণে ছিল যেন কেকয়ীর কুব্জী॥ মাধী বলে আলো সাধী চুপ করি থাক। আমি জানি বিস্তর অমন

এঁড়ে ডাক॥ সাধী সঙ্গে করিয়া কথার হুটাহুটি। ছোটর নিকটে সাধী গেল ছুটাছুটি॥ কহিছে ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর। দু সতিনা ঘরে দাসী অনর্থের ঘর॥

সাধীকৃত সাধীর নিন্দা।

কি কর চলতাড়াতাড়ি। গো ছোট মা। তোমার নাম কয়ে, ঠাকুরে আনু লয়ে, বড় মা করে কাড়াকাড়ি॥ সে যদি আগে গৈল, সেইত রাণী হৈল, তবেত বড় বাড়াবাড়ি। সে পতি লয়ে রবে, তুমি পাইবে কবে, ঘুচিল শেজি পাড়া পাড়ি। ভুলিয়া তার ভাবে, পতি না তোরে চাবে, কথাওহবে ভাঁড়াভাঁড়ি॥ রান্ধিয়া দিবে ভাত, ফেলাবে আঁটপাত, ঘুচিল হাত নাড়ানাড়ি সাধী হারাম জাদি, এখনি হইল বাদী, করিতে চায় ছাড়াছাড়ি সাধী যে কথা কৈল, মোরে সে শেল বৈল, দিয়াছি খুব ঝাড়া-ঝাড়ি॥ করিনু যত তন্ত্র, পড়িনু যত মন্ত্র, কন্দলে গোল মাড়া-মাড়ি। ঠাকুরে ভুলাইব, তোমারে আনি দিব, আনিয়া গাছ সাঁড়াসাঁড়ি॥ দু সতিনের ঘর, পতিরে ঘুচে ডর, কন্দলে হয় বাড়াবাড়ি। দু জনে দ্বন্দ্ব করে দাসী আনন্দে চরে, ভারত কহে আড়াআড়ি॥

পতি লয়ে দুই সতিনের ব্যঙ্গোক্তি।

কি হেরিনু অপরূপ রূপের বাজার। রাধা চন্দ্রাবলী বলে গোবিন্দ সাজার॥ রাধা পীতধড়া ধরে, চন্দ্রাবলী ধরে করে চৌদি-গে বেড়িয়া গোপী ষোড়শ হাজার। কে-হবা মোড়য়ে অঙ্গ, কেহ করে ভুরুভঙ্গ,

হাব অনুভবে ভাব কহে যেবা যার॥ সকলে সমান ভাব, সকলে সমান হাব, বিশ্বপতি শ্যামরায় কহে কেবা কার। সব গোপী এক সাতে, লুটিলেক গোপীনাথে, ভারত দোহাই দেয় মদন রাজার॥ ধ্রু॥

মাধবী বচনে পদ্মমুখী ত্বরান্বিতা। দেহুড়ীর কাছে গিয়া হৈলা উপনীতা॥ গলায় অঞ্চল দিয়া কৈলা নমস্কার। আঁখিঠারে সম্ভাষ করিলা মজুন্দার। পদ্মমুখী তুষ্ট হৈলা ইসারা পাইয়া। হাসিয়া কহেন প্রভু কেন দাঁড়াইয়া॥ বড় দিদী দাঁড়াইয়া কেন দুঃখ পান। উচিত যে উহারি মন্দিরে আগে যান॥ মজুন্দার বুঝিলেন পদ্মামুখী ধীরা। দুজনে সমুখে করি দাঁড়াইলা ফিরা॥ দু সতিনে কন্দল নহিলে রস নহে। দোষ গুণ বুঝা চাই কে কেমন কহে রসিকের স্থানে হয় রসের বিস্তার। সাধী মাধী দুজনে কহিলা মজুন্দার॥ দুজনার ঘরে গিয়া দুইজনা থাক। ডাকাডাকি না কর সহিতে নারি ডাক॥ কামের করাতে ভাগ করি কলেবরে। সম ভাবে রব গিয়া দুজনার ঘরে॥ দুটায় মরিস কেন ডাকাডাকি করি। তারি কাছে আগে যাব যে লইবে ধরি॥ এত শুনি সাধী মাধী অন্তর হইল। দুজনার ঘরে গিয়া দুজনা রহিল॥ পদ্মমুখী কহে ভাল আজ্ঞা দিলা স্বামী। ধরি লৈতে তোমারেত না পারিব আমি॥ বড়দিদী বড় সুয়া সবকালে বড়। ধরি লৈতে উনি বিনা কেবা হবে দড়॥ চন্দ্রমুখী কন বুঝি ব্যঙ্গ কৈলা বড়। দড় ছিনু যখন তখনি ছিনু দড়॥ তিন ছেলে কোলে আর দড় হব কবে। আটে পীঠে দড় যেই সেই দড় হবে॥ দড় বেলা ফিরি-

য়াছি কত ঠাট করি। ধরিতে না হৈত প্রভু আনিতেন ধরি॥ এখন ধরিতে চাহি ধরা দিলে পারি। ধরাধরি যার সঙ্গে ধরাধরি তারি॥ তোমার যৌবন আছে তুমি আছ সুয়া। হারায়ে যৌবন আমি হইয়াছি তুয়া॥ সুয়া যদি নিম দেয় সেহ হয় চিনি। তুয়া যদি চিনি দেয় নিম হন তিনি॥ চন্দ্রমুখী কথায় বুঝিয়া আবি স্কার। ধূর্ত্তপনা করিয়া কহেন মজুন্দার॥ চন্দ্রমুখী তব মুখ চন্দ্রের উদয়। পদ্মমুখী পদ্মমুখ প্রকাশ কি হয়॥ ক্ষণেক বদন চন্দ্র ঢাকহ অম্বরে। শুন দেখি পদ্ম মুখী উত্তর কি করে॥ চন্দ্র মুখী কহে প্রভু গিয়াছে সে দিন। এখন পদ্মেরে দেখে চন্দ্রমা মলিন॥ মজুন্দার কন প্রিয়ে এমন কি হয়। চন্দ্র পদ্মে যে সম্বন্ধ কভু মিথ্যা নয়॥ হাসি চন্দ্রমুখী মুখে ঝাপিলা অম্বর। পদ্মমুখী মুখপদ্মে হৈলা মধুকর॥ ভারত কহিছে ধন্য ধূর্ত্ত মজুন্দার। সমান রাখিলা মান জ্যেষ্ঠা কনিষ্ঠার॥

ভবানন্দের উভয় রাণী সম্ভোগ।

সোহাগে হইয়া সুখী, ঘরে গেলা পদ্মমুখী, মজুন্দার বড় ঘরে গেলা। কোলে লয়ে বড় নারী, করি তার মনোহারি, ক্ষণেক করিলা কাম খেলা॥ ছেলে পিলে নিদ্রা গেলা, চন্দ্রমুখী লয়ে খেলা, রাত্রি হৈল দ্বিতীয় প্রহর। যাইতে ছোটর কাছে, মনের বাসনা আছে, সমাপিলা বড়র বাসর॥ প্রোষিত ভর্তৃকা হয়ে, দুহে ছিলা দুঃখ সয়ে, আসা দেখি বাসসজ্জা হৈলা। কার ঘরে যাব আগে, উৎকণ্ঠিতা এই রাগে, দেহুড়ীতে অভিসার কৈলা॥ কারো ঘরে নাহি গিয়া, রহিলাম দাঁড়াইয়া, বিপ্রলব্ধা হইলা দুজনে। এখন ইহারে লয়ে, থাকিলাম সুখী হয়ে, পদ্মমুখী কি

ভাবিছে মনে॥ স্বাধীনভর্তৃকা ইনি, প্রোষিত ভর্তৃকা তিনি, আমি হৈনু অপূর্ব নায়ক। তারে গিয়া হৃদে ধরি, স্বাধীন ভর্তৃকা করি, নহে হব কামিনী ঘাতক॥ রাত্রি শেষে গেলে তথা, ক্রোধে না কহিবে কথা, খণ্ডিতা হইবে পদ্মমুখী। খেদাইবে কটু কয়ে, কলহান্তরিতা হয়ে, কান্দিবেক হয়ে বড় দুঃখী॥ তার কাছে গালি খেয়ে, এখানে আসিব ধেয়ে, ইনি পুনঃ হবেন খণ্ডিতা। সেখানে যাই কয়ে, খেদাইবে ক্রুদ্ধ হয়ে, একে দুই কল হান্তরিতা॥ রাত্রি যাবে এইরূপে, ডুবে রব কামকূপে, কেহ নাহি করিবে উদ্ধার। এখনো যদ্যপি যাই, তবে দুই কূল পাই, সম হয় দুহার বিহার॥ দুই প্রহরের ঘড়ী, গজরের তড়বড়ী, মজুন্দার বাহির হইলা। ওথা ঘরে পদ্মমুখী, ভাবেন অন্তরে দুখী, বুঝি প্রভু আসিতে নারিলা॥ সোহাগেতে ভুলাইয়া, মোরে ঘরে পাঠাইয়া, আনন্দে রহিলা বড় লয়ে। গেল রাত্রি দুই পর, এখনো না এল ঘর, এ দুঃখ কেমনে রব সয়ে॥ ফুল বাণ বাণ ফলে, অঙ্গ দেই ধরাতলে, ঘর বারি করে কতবার। এই অবসর পেয়ে, মন পলাইল ধেয়ে, শরের বুঝিয়া খর ধার॥ হেন কালে মজুন্দার, বেগে ঘরে এল তার, মন আইল বেগ শিখি বারে। মদন প্রহরী ছিল, খর শর ছাড়ি দিল, দুজনে বিন্ধিল এক ধারে॥ কথায় না সহে ভর, দুহে কামে জর জর, কামক্রীড়া করিলা বিস্তর। ভারত করিছে সার, বিস্তর কি কব আর, বর্ণিয়াছি বিদ্যার বাসর॥

মজুন্দারের রাজ্য।

ধূধূ ধূধূ নৌবত বাজে রে। বরপুত্র অন্নদার, ভবানন্দ মজুন্দার, রাজা হৈলা বাগু

য়ান মাঝে রে ॥ ভোঁ ভোঁ ভোরঙ্গ বাজে, ধাঁ ধাঁ ধামসা গাজে, ঝাঁঝাঁঝাঁ ঝম ঝমঝাঁজে রে ॥ ঘড়ীবাজে ঠন ঠন, ঘণ্টা বাজে রন রন, গন গন গজ্ঝ ঘণ্টা গাজেরে ॥ ভাঁড়াই করিছে ভাঁড়, চোয়াড়ে লুকিছে কাঁড়, সিপাই সমুখে পুর সাজে রে। ভবানী সহায় হাঁকে, নকীব সেলাম ডাকে, দেওয়ান বসিল রাজকাজে রে ॥ নব গুণে নব রসে, ভুবন ভরিল যশে, চাঁদের কলঙ্ক হৈল লাজে রে ॥ অন্নপূর্ণা মহামায়া, দেহ রাঙ্গাপদ ছায়া, ভারতের কৃষ্ণ চন্দ্র রাজে রে।

পরম আনন্দে ভবানন্দ মজুন্দার। স্নান পূজা করিয়া বাহিরে দিলা বার ॥ ঘড়িয়াল ঠন ঠন বাজাইছে ঘড়ী। চোপদার সমুখে দাঁড়ায় লয়ে ছড়ী ॥ দেওয়ান আমীন বক্সী মুনসী দপ্তরী। খাজাঞ্চী নিযুক্ত কৈলা বিবেচনা করি ॥ সহবতী হিসাব নিকাশ বাজে দফা। মুহুরির রাখিল হিসাব করি রফা ॥ ফর মান মত সব সনন্দ লিখিয়া। মফঃস্বলে নায়েব দিলেন পাঠাইয়া ॥ পরগণা পরগণা হইল আমল। দেখা কৈল যত প্রজা গোমস্তা মণ্ডল ॥ শিরোপা দিলেন সবে বিবিধ প্রকার। সেলাম দিলেক সবে চতুর্গুণ তার ॥ এই রূপে রাজত্বের যে কিছু নিয়ম ক্রমে ক্রমে করিলা যতেক উপক্রম ॥ হায়নের অগ্র অগ্রহায়ণ জানিয়া। শুভদিনে পুণ্যাহ করিলা বিচারিয়া ॥ পৌষমাঘ ফাল্গুণ বঞ্চিয়া সুখসার। চৈত্রমাসে পূজা আরম্ভিলা অন্নদার ॥ আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী ঈশ্বর। রচিলা ভারত চন্দ্র রায় গুণাকর

অন্নদার এয়োজাত।

চল চল সব ব্রজকুমারী। তরুতলে গিয়া ভেটি মুরারি ॥ রাধা

রাধা কয়ে মোহনা মন্ত্রে, নিমন্ত্রিল শ্যাম মুরলি যন্ত্রে, কি করে কুটিল কুলের তন্ত্রে, যাইতে হইল রহিতে নারি। ত্বরা পার সবে করহ সাজ, কি করিবে মিছা ঘরের কাজ, সাজিয়া আইল মদন রাজ, তিলেক রহিতে আরনা পারি॥ কেহ লহ পড়া পঞ্জর শুয়া, কেহ লহ পাণ কর্পূর গুয়া, কেহলহ গন্ধ চন্দন চুয়া, কেহ লহ পাথা জলের ঝারী। সে মোর সাগর চিকণকালা, তারে সাজে ভাল বকুলমালা, আমি বয়ে লব পূরিয়াথালা, ভারতচন্দ্র বলে বলি হারি॥ ধ্রু॥

অন্নপূর্ণা পূজা আরম্ভিলা মজুন্দার। চন্দ্রমুখী পাইলেন এয়োজাত ভার॥ ঘরে ঘরে সাধী দাসী নিমন্ত্রণ দিল। সারি সারি এয়োগণ আসিয়া মিলিল॥ অপর্ণা অপরাজিতা অম্বিকা অমলা। ইন্দ্রাণী ঈশ্বরী ইন্দুমুখী ইন্দুকলা॥ সুলোচনা সুমিত্রা সুভদ্রা সুলক্ষণা। যশোদা যমুনা জয়া বিজয়া সুমনা॥ রোহিণী রেবতী রামা রম্ভাবতী রুমা। অরুন্ধতী অরুণী উর্ব্বশী উষা উমা॥ সরস্বতী শুকী শুভী সাবিত্রী শঙ্করী। মহামায়া মোহিনী মাধবী মাহেশ্বরী॥ তিলোত্তমা তরু তারা ত্রিপুরা তারিণী। কমলাকল্যাণী কৃষ্ণী কালিন্দী কামিনী॥ কৌষিকী কৌশল্যা কালী কিশোরী কুমারী। রাজেশ্বরী ব্রজেশ্বরী শিবেশ্বরী সারী॥ হৈমবতী হরিপ্রিয়া হীরা হারাবতী। পরশী পরমা পদ্মা পরাণী পার্ব্বতী॥ ভাগ্যবতী ভগবতী ভৈরবী ভবানী। রুক্মিণী রাধিকা রাণী রমণী রুদ্রাণী॥ শারদা সুশীলা শামী সুমতি সর্ব্বাণী। বিশালাক্ষী বিনোদিনী বিশ্বেশ্বরী বাণী॥ ললিতা ললনা লক্ষ্মী লীলা লজ্জাবতী। থেমী হেমী চাঁদরাণী সূর্য্যরাণী সতী॥ সোনা

রূপা পলা মুক্তীমানিকী রতনী। মলিকা মালতী চাঁপী ফুলী মূলী ধনী॥ গৌরী গঙ্গা গুনবতী গোপালী গান্ধারী। নিমী তেকী ছকী লকী হেলী ফেলী বারী॥ বিধুমুখী শীধু সাধূ শচী মন্দোদরী। সীতা রামা সত্যভামা মদন মুঞ্জরী॥ সোহাগী সম্পতি শান্তি সয়া সুরধনী। কুঞ্জী কাত্যায়নী কুন্তী কুড়ানী করুণী॥ দুলালী দ্রৌপদী দুর্গা দয়াময়ী দেবী। ভারতী ভুবনেশ্বরী টিকা টুনী টিবী॥ নারায়ণী নয়নীনর্ম্মদা নন্দরাণী। জয়ন্তী জাহ্নবী জুতীজিতীজাদু জানি॥ কুশলী কনকলতা কুচিলা কাঞ্চনী। অন্নপূর্ণা অভয়া অহল্যা অকিঞ্চনী॥ আনন্দী আমোদী অম্বী আতুলী আদুরী। সাতা ষাঠী সুধামুখী সর্ব্বশী সুন্দরী॥ চিত্রলেখা মনোরমা মসী মেনবতী। শ্রীমতী নলিনী নীলা ভূতি ভানুমন্তী॥ শশিমুখী সত্যবতী সুখী সুরেশ্বরী। মধুমতী মায়া দময়ন্তী পারী পরী॥ বিষ্ণুপ্রিয়া বিদ্যা বৃন্দা মুদিতা মঙ্গলী। মেনকা কেকয়ী চন্দ্রমুখী চন্দ্রাবলী॥ কার কোলে ছেলে কার ছেলে চলে যায়। কার ছেলে কান্দে কার ছেলে মারি খায়॥ বুড়া আধবুড়া যুবা নবোঢা গর্ভিনী। ঘন বাজে ঘুনু ঘুনু কঙ্কন কিঙ্কিনী॥ কেহ ডাকে এস সই চল সেঙ্গাতিনী। ঠাকুরাণী ঠাকুরঝী নাতিনী মিতিনী॥ বড় মেজ সেজ ছোট নবহু বলিয়া শাশুড়ী দিছেন ডাক পথে দাঁড়াইয়া॥ কেহ বলে রৈও রৈও পরি আসি শাড়ী। কেহ কান্দে কাপড় থাকিল ধোবাবাড়ী॥ কার বেণী কার খোঁপা কার এলোচুল। কুলি কুলি কলরব শুনি কুল কুল॥ চন্দ্রমুখী কৈলা এয়োজাতের ব্যাপার। দেখিয়া সানন্দ ভবানন্দ মজুন্দার॥ তার মধ্যে কতগুলি কুমারী লইয়া। করিলা

কুমারী পূজা বাস ভূষা দিয়া॥ সবাকারে দিলা তৈল সিন্দূর চিরণী॥ কুতুহলে কোলাহল হুলু হুলুধ্বনি। নিজ বাসে গেলা সবে করি প্রনিপাত। রচিলা ভারত অন্নদার এয়োজাত॥

রন্ধন।

বেলা হৈল অন্নপূর্ণা রান্ধ বাড় গিয়া। পরম আনন্দ দেহ পর মান্ন দিয়া॥ তোমার অন্নের বলে, অদ্যাবধি আছে গলে, কালরূপি কালকুট অমৃত হইয়া। এক হাতে পানপাত্র, আর হাতে হাতা মাত্র, দিতেপার চতুর্ব্বর্গ ঈষদ হাসিয়া॥ তুমি অন্ন দেহ যারে, অমৃত কি মিঠা তারে, সুধাতে কে করে সাদ এসুধা ছাড়িয়া। পরশিয়া অন্ন সুধা, ভারতের হর ক্ষুধা মা বিনা বালকে অন্ন কে দেয় ডাকিয়া॥ ধ্রু॥

ভোগের রন্ধনে ভার লয়ে পদ্মমুখী। রন্ধন করিতে গেলা মনে মহাসুখী॥ স্নান করি করি রামা অন্নদার ধ্যান। অন্নপূর্ণা রন্ধনে করিলা অধিষ্ঠান॥ হাস্যমুখী পদ্মমুখী আরম্ভিলা পাক। শড়শড়ি ঘণ্ট ভাজা নানামত শাক॥ ডালি রান্ধে ঘনতর ছোলা অরহরে। মুগ মাষ বরবটী বাটুলা মটরে॥ বড়া বড়ী কলা মূলা নারিকেল ভাজা। দুধথোড় ডালনা শুক্তনি ঘণ্ট তাজা॥ কাটালের বীজ রান্ধে চিনি রসে বুড়া। তিল পিটালিতে লাউ বার্ত্তাকু কুমুড়া॥ নিরামিষ তেইশ রান্ধিলা অনায়াসে। আর ম্ভিলা বিবিধ রন্ধন মৎস্য মাসে॥ কাতলা ভেকুট কই ঝাল ভাজা কোল। সীবপোড়া ঝুরী কাটালের বীজে ঝোল॥ ঝাল ঝোল ভাজা রান্ধে চিতল ফলই। কই মাগুরের ঝোল ভিন্ন ভাজে বই॥ মায়া সোণা খড়কীর ঝোলভাজা সার। চিঙ্গড়ীর

ঝাল বাগা অমৃতের তার ॥ কণ্ঠা রান্ধি রান্ধেকই কাতলার মুড়া। তিত দিয়া পচামাছে রান্ধিলেক গুঁড়া ॥ আমু দিয়া শৌলমাছে ঝোল চড়চড়ী। আড়ি রান্ধে আদারসে দিয়া ফুলবড়ী ॥ রুই কাতলার তৈলে রান্ধে তৈলশাক। মাছের ডিমের বড়া ঘৃতে দেয় ডাক ॥ বাচার করিলা ঝোল খয়রার ভাজা। অমৃত অধিক বলে অমৃতের রাজা ॥ সুমাছ বাছের বাছ আর মাছ যত। ঝাল ঝোল চড়চড়ী ভাজা কৈল কত ॥ বড়া কিছু সিদ্ধ কিছু কাছিমের ডিম। গঙ্গাফল তার নাম অমৃত অসীম ॥ কচি ছাগ মৃগ মাংসে ঝাল ঝোল রসা। কালিয়া দোলমা বাগা সেকচী সমসা ॥ অন্য মাংস সীক ভাজা কাবাব করিয়া। রান্ধিলেন মুড়া আগে মসলা পুরিয়া ॥ মৎস্য মাংস সাঙ্গ করি অম্বল রান্ধিলা। মৎস্য মূলা বড়া বড়ী চিনি আদি দিলা ॥ আম আমসত্ত্ব আর আমসী আচার। চালিতা তেতুল কুল আমড়া মন্দার ॥ অম্বল রান্ধিয়া রান্না আরম্ভিলা পিঠা। সুধাবলে এই সঙ্গে আমি হব মিঠা ॥ বড়া এলো আসিকা পীযূষী পুরী পুলী। চুষী রুটী রামরোট মুগের সামুলী ॥ কলাবড়া ঘিয়ড় পাপড় ভাজাপুলী। সুধারুচি মুচমুচি লুচি কতগুলি ॥ পিঠা হৈল পরে পরমান্ন আরম্ভিলা। চালু চিনা ভুরা রাজবার চালু দিলা ॥ পরমান্ন পরে খেচরান্ন রান্ধে আর। বিষ্ণুভোগ রান্ধিলা রান্ধনী লক্ষ্মী যার ॥ অতুলিত অগণিত রান্ধিয়া ব্যঞ্জন। অন্ন রান্ধে রাশি রাশি অন্নদামোহন ॥ মোটা সরু ধান্যের তণ্ডুল তরতমে। আম্বু বোরা আমন রান্ধিল ক্রমে ক্রমে ॥ দলকচু ওড়কচু ঘিকলা পাতরা। মেঘহাসা কালমানা রায় পানিতরা ॥ কালিন্দী কনক

চর ছায়াচূর পুদি। শুয়া শালি হরিলেবু গুয়াথুরি মুঁদী॥ ঘি-শালী পোয়ালবিড়া কলামোচা আর। কৈজুড়ি খাজুরছরী চিনা ধলবার॥ দাদুশাহি বাঁশফুল ছিলাট করুচি। কেলেজিরা পদ্ম রাজ ডুডুরাজ লুচি॥ কাঁটারাঙ্গি কোঁচাই কপিলা ভোজরান্ধে ধুলে বাঁশগজাল ইন্দ্রের মন বান্ধে॥ বাজাল মরীচাশালি ভুরা বেনাফুল। কাজলা শঙ্করচিনা চিনিসমতুল॥ মাকু মেটে মষি-লোট শিবজটা পরে। দুধপনা গঙ্গা জল মুনি মন হরে॥ স্বর্ণা দুধকলম খড়ি কামুঠি রান্ধে। বিষ্ণুভোগ গন্ধেশ্বরী গন্ধভার কান্দে। রান্ধিয়া পায়রারস রান্ধে বাঁশমতী। কদমা কুসুমশালি মনোহর অতি॥ রমা লক্ষ্মী আলতা দনার গুঁড়া রান্ধে। জুতী গন্ধমালতী অমৃতে ফেলে বান্ধে॥ লতামউ প্রভৃতি রাচের সরু চালু। রসে গন্ধে অমৃত আপতি আলু থালু॥ অন্নদার রন্ধন ভারত কিবা কয়। মৃত হয় অমৃত অমত মৃত হয়॥

অশেষ উপচার, আনিয়া অজুন্দার, পূজেন অন্নদা চরণ। পদ্ধতি সুবিদিত, পণ্ডিত পুরোহিত, পূজয়ে বিধান যেমন॥ ষোড়শ উপচার, সামগ্রী কত আর, কি কব তাহার বিশেষ। মহিষ মেষ ছাগ, প্রভৃতি বলি ভাগ, বসন ভূষণ সন্দেশ॥ বাজয়ে বাদ্য কত, নাচয়ে নট যত, গায়ক নটি রামজনী। যতেক রামা গণ, পরম হৃষ্টমন, করয়ে হুলু হুলু ধ্বনি॥ পড়িয়া সূর্য্য সোম, পূজান্তে অন্নহোম, ভোগের অন্ন আনি দিলা। করিয়া দক্ষিণান্ত, লইয়া দান্ত শান্ত, জাগিয়া নিশা পোহাইলা॥ হইয়া যোড় পাণি, পড়েন স্তুতিবাণী, পরম জ্ঞানী মজুন্দার। কি কব ভাগ্য লেখা, অন্নদা দিলা দেখা, ধরিয়া ধ্যানের আকার॥ দেখিয়া অন্ন

দায়, পুলকে পূর্ণকায়, মোহিত হৈলা মজুন্দার। অন্নদা কন কথা, যে কেহ ছিল তথা, কেহ না দেখে শুনে আর॥ কহেন দেবী সুখী, কোথা লো চন্দ্রমুখী, এস লো পদ্মমুখী রামা। আছিলা স্বর্গবাসি, শাপে ভূতলে আসি, ভুলিয়া নাহি চিন আমা এই যে ভবানন্দ, পাইয়া মহানন্দ, মনে না করে পূর্ব্ব কথা। আমার ইতিহাস, করিল পরকাশ, এখন চল যাই তথা॥ অষ্টাহ গীতকথা, কহেন দেবী তথা, শুনেন ভবানন্দ রায়। অন্নদা পদতলে, বিনয় করি বলে, ভারত অষ্ট মঙ্গলায়॥

শুন শুন অরে ভবানন্দ। মোর অষ্টমঙ্গলায়, অমঙ্গল দূরে যায়, শুনিলে না হয় কভু মন্দ॥ প্রথমে মঙ্গল শুন, সৃষ্টি করি তিনি গুণ, বিধি বিষ্ণু হরে প্রসবিনু। দক্ষের দুহিতা হয়ে, পতি ভাবে হরে লয়ে, দক্ষযজ্ঞে সে তনু ছাড়িনু॥ শুন শুন অরে ভবানন্দ ইত্যাদি। দ্বিতীয়ে হেমন্ত ধামে, জনমিনু উমা নামে, মোর বিয়া হেতু কাম মৈল। বিয়া হৈল হর সঙ্গে, হরগৌরী হৈনু রঙ্গে গণেশ কার্ত্তিক পুত্র হৈল॥ শুন শুন অরে ভবানন্দ ইত্যাদি। তৃতীয়ে শিবের সঙ্গে, কন্দল করিয়া রঙ্গে, ভিক্ষা হেতু তাঁরে পাঠাইনু। পান পাত্র হাতে লয়ে, অন্নপূর্ণারূপ হয়ে, অন্ন দিয়া শিবে নাচাইনু॥ কাশী মাঝে ত্রিলোচন, লয়ে যত দেবগণ, বিশ্বকর্ম্ম নির্ম্মিত মন্দিরে। করিয়া তপস্যা ঘোর, পূজা প্রকাশিলা মোর, অন্নে পূর্ণ করিনু ভূমিরে॥ শুন শুন অরে ভবানন্দ ইত্যাদি। চতুর্থেতে বেদব্যাস, নিন্দা কৈলা কৃত্তিবাস, ভুজস্তম্ভ হইয়েছিল তার। শেষে অন্ন নাহি পায়, আমি অন্ন দিনু তায়, কাশীখণ্ডে আছয়ে প্রচার॥ সেই ব্যাস তার পরে, ব্যাস বারাণসী করে,

মোর উপাসনা করে বসি। বুড়ীরূপে আমি গিয়া, বাক্যছলে শাপ দিয়া, করিনু গর্দ্দভ বারাণসী॥ কুবেরের অনুচরে, বসু-ন্ধরা বসুন্ধরে, শাপ দিয়া ভূতলে আনিনু। হরিহোড় নাম দিয়া বুড়ীরূপে আমিগিয়া, ঘুটে বেচা ছলে বর দিনু॥ শুন শুন ইত্যাদি। পঞ্চমে শাপের ছলে, আনিনু ধরণী তলে, নলকুবরে রে এই গ্রামে। ভবানন্দ তুমি সেই, চন্দ্রিনী পদ্মিনী এই, চন্দ্র-মুখী পদ্মমুখী নামে॥ পরে হরিহোড়ে ছাড়ি, আইনু তোমার বাড়ী, ঝাঁপী হাতে পার হয়ে নায়। শুনি পাটুনীর মুখে, তুমি নিজ ঘরে সুখে, ঝাঁপীরূপে পাইলা আমায়॥ আসিয়াছি তোর ঘরে, শুন কহি তার পরে, প্রতাপ আদিত্য ধরিমারে। এল মানসিংহ রায়, দেখা হেতু তুমি তায়, বর্দ্ধমানে গেলা আগুসারে॥ মানসিংহ শুনি তথা, বিদ্যাসুন্দরের কথা, জিজ্ঞা সিলা বিশেষ তোমায়। ইতিহাস ছলে সুখে, শুনিনু তোমার মুখে, আদ্যঃ স সুন্দর বিদ্যায়॥ পূজি মোর কালী রূপ, সুকবি সুন্দর ভূপ, উপনীত হৈল বর্দ্ধমান। হীরা নাম মালিনীর, ঘরে উত্তরিল ধীর, শুনিল বিদ্যার রূপ গান॥ গাঁথিয়া দিলেক মালা ভুলে বিদ্যা রাজবালা, দুহে দেখা রথের নিকটে। মোর বরে সন্ধি হৈল, গন্ধর্ব বিবাহ কৈল, বাসর বঞ্চিল অকপটে। শুন শুন ইত্যাদি। ষষ্ঠেতে সুন্দর কবি, বিদ্যা পদ্মিনীর রবি, অশেষ চাতুরী প্রকাশিল। কপট সন্ন্যাসী হৈল, রাজায় সাক্ষাত কৈল নানামতে বিহার করিল॥ বিদ্যা হৈল গর্ভবতী, ক্রুদ্ধ হৈল নরপতি, কোটাল ধরিতে গেলা চোরে। নারী বেশে চোরধরে রাজার সাক্ষাত করে, সুন্দর ঠেকিল দায় ঘোরে॥ শুনহ ইত্যাদি

সপ্তমেতে আমি গিয়া, কালীরূপে দেখা দিয়া, বাঁচাইনু কুমার সুন্দরে। বীরসিংহ পূজা কৈল, মোর অনুগ্রহ হৈল, বিদ্যা লয়ে কবি গেল ঘরে ॥ এই ইতিহাস সুখে, শুনিয়া তোমার মুখে, মানসিংহ এল তোর ঘরে। সপ্তাহ বাদলে তারে, নানামত উপহারে, তত্ত্ব নিলা তুমি মোর বরে ॥ ভেদ পেয়ে তোর মুখে, মোর পূজা দিয়া সুখে, মানসিংহ যশোরে আইল। প্রতাপ আদিত্যে ধরি, লইল পিঞ্জরে ভরি, তোমা লয়ে দিল্লীতে চলিল ॥ তুমি মোর পূজা দিয়া, কুতুহলে দিল্লী গিয়া, পাতশার ক্রোধে বন্ধ হৈলা। তুমি পাতশার ডরে, নত হয়ে ভক্তি ভরে, এক মনে মোরে স্তুতি কৈলা ॥ আমি তোরে তুষ্ট হয়ে, ডাকিনী যোগিনী লয়ে, উপদ্রব করিনু শহরে। পাতশা মানিয়া মোরে, রাজাই দিলেক তোরে, মহাসুখে তুমি এলা ঘরে ॥ শুন শুন ইত্যাদি। অষ্টমতে তুমি সেই, মোর পূজা কৈলে এই, আমি অষ্টমঙ্গলা কহিনু। ব্রত হৈল পরকাশ, এবে চল স্বর্গবাস, এই বর পূর্ব্বে দিয়াছিনু ॥ শুন শুন অরে ভবানন্দ। মোর অষ্টমঙ্গলায়, অমঙ্গল দূরে যায়, শুনিলে না হয় কভু মন্দ ॥ অন্নদা অষ্টাহ গীত, রচিবারে নিয়োজিত, কৈলা রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়। বন্দিয়া গোবিন্দ পায়, রায় গুণাকর গায়, পরিপূর্ণ অষ্টমঙ্গলায় ॥

রাজার অন্নদার সহিত কথা।

মোরে তরাহ তারিণী। অভয়া ভয়বারিণী। অম্বিকা অন্নদা, শঙ্করী সারদা, জয়ন্তী জয়কারিণী। চামুণ্ডা চণ্ডিকা, করালী কালিকা, ত্রিপুরা শূলধারিণী ॥ মহিষমর্দ্দিনী, মহেশ মোহিনী, দুর্গা দৈত্য বিনাশিনী। ভৈরবীভবানী, সর্ব্বাণী রুদ্রাণী, ভারত চিত্তচারিণী

এইরূপে পূর্ব্ব কথা বিশেষ কহিয়া। মহামায়া মায়াজাল দিলা ঘুচাইয়া ॥ মোহ গেল জাতিস্মর হৈলা তিন জন। দেখিতে পাইলা সর্ব্ব পূর্ব্ব বিবরণ ॥ মজুন্দার কন আর এথা নাহি কাজ ॥ অব্যাজে দেখিবগিয়া বাপ যক্ষরাজ ॥ চন্দ্রমুখী পদ্মমুখী কান্দে নানাছান্দে। শ্বশুর শাশুড়ী দেখিবারে প্রাণ কান্দে ॥ দেবীর চরণে ধরি কান্দে তিন জন। লয়ে চল এথা আর নাহি প্রয়োজন ॥ অন্নদা কহেন চল ব্যাজ নাহি আর। প্রিয়পুত্র যেই তারে দেহ রাজ্যভার ॥ মজুন্দার কন আমি কি জানি তাহার। উপযুক্ত বুঝিয়া নিযুক্ত কর তার ॥ অন্নদা কহেন তবে ভবিষ্যত কই। মোর প্রিয় গোপাল ভূপাল হবে অই ॥ সমাদরে মোর ঝাঁপী রাখিবেক এই। যার স্থানে ঝাঁপী রবে রাজা হবে সেই গোপালের পুত্র হবে বড় ভাগ্যধর। রাঘব হইবে নাম রাঘব সোসর ॥ দেগাঁয়ে আছিল রাজা দেপাল কুমার। পরশ পাইয়াছিল বিখ্যাত সংসার ॥ আমার কপটে তার হয়েছে নিধন। রাঘবেরে দিব আমি তার রাজ্যধন ॥ গ্রাম দীঘী নগর সে করিবে পত্তন। দীঘী কাটি করিবেক শঙ্কর স্থাপন ॥ তার পুত্র হইবেক রাজা রুদ্ররায়। বাড়িবেক অধিকার আমার দয়ায় ॥ গঙ্গাতীরে নবদ্বীপে শঙ্কর স্থাপিবে। পৃথিবীতে কীর্ত্তি রাখি কৈলাসে যাইবে ॥ তিন পুত্র রুদ্রের হইবে নিরুপম। রামচন্দ্র বড় রাম জীবন মধ্যম ॥ রামকৃষ্ণ ছোট তার বড় ব্যবহার। রামচন্দ্র নিধনে রাজাই হবে তার ॥ জিনিবেক সভাসিংহ আদি রাজরাজী সোমযাগ করি নাম হবে সোমযাজী ॥ এই ঝাঁপী হেলন করিবে অহঙ্কারে। সেই অপরাধে আমি ছাড়িব তাহারে ॥ নিধন

করিব তারে দরবারে লয়ে। রাজ্য দিব রামজীবনেরে তুষ্টহয়ে
অবিরোধে তার ঘরে থাকিব সচ্ছন্দে। রাজাই করিবে রাম জী-
বন আনন্দে॥ তিন পুত্র হবে তার প্রথম ভার্য্যার। রাজা রাম
কৃষ্ণ রায় রঘুরাম রায়॥ গোপাল গোবিন্দ হবে অপর ভার্য্যায়
তার মধ্যে রাজা হবে রঘুরাম রায়। ভূমিদান দয়া দর্প রাজ ধর্ম্ম
বলে। রঘুবীর খ্যাত হবে ধরণী মণ্ডলে। তার পুত্র হবে কৃষ্ণচন্দ্র
মতিমান। কাশীতে করিবে জ্ঞান বাপীর সোপান॥ বিগ্রহ
ব্রহ্মণ্যদেব মূর্ত্তি প্রকাশিয়া। নিবাস করিবে শিবনিবাস করিয়া
আমার প্রতিমা পূজা প্রকাশ তাহাতে। কত কব তার যশ বুঝি-
বা ইহাতে॥ শাকে আগে মাতৃকা যোগিনীগণ শেষে। বরগীর
বিভ্রাট হইবে এই দেশে॥ আলিবর্দ্দি কৃষ্ণচন্দ্রে ধরি লয়ে যাবে
নজরানা বলিবার লক্ষ টাকা চাবে॥ বর্দ্ধ করি রাখিবেক মুরশি-
দাবাদে। মোরে স্তুতি করিবেক পড়িয়া প্রমাদে॥ স্বপ্নে দেখা
দিব অন্নপূর্ণারূপ হয়ে। এই গীতে পূজার পদ্ধতি দিব কয়ে॥
সভাসদ তাহার ভারত চন্দ্র রায়। ফুলের মুখটী নৃসিংহের অংশ
তায়। ভূরিশিটে ভূপতি নরেন্দ্ররায় সুত। কৃষ্ণচন্দ্র পাশে রবে
হয়ে রাজ্যচ্যুত॥ ব্যাকরণ অভিধান সাহিত্য নাটক। অলঙ্কার
সঙ্গীত শাস্ত্রের অধ্যাপক॥ পুরাণ আগমবেত্তা নাগরী পারশী॥
দয়া করি দিব দিব্যজ্ঞানের আরশী॥ জ্ঞানবান হবে সেই আ-
মার কৃপায়। এই গীত রচিবারে স্বপ্ন কব তায়॥ কৃষ্ণচন্দ্র আ-
মার আজ্ঞার অনুসারে। রায় গুণাকর নাম দিবেক তাহারে॥
সেই এই অষ্ট মঙ্গলার অনুসারে। অষ্টাহ মঙ্গল প্রকাশিবেক
সংসারে॥ ভীউসাঁই নীলমণি কণ্ঠ অভরণ। এই মঙ্গলের হবে

প্রথম গায়ন ॥ শুনিয়া কহিল ভবানন্দ মজুন্দার। জগতঈশ্বরী তুমি যে ইচ্ছা তোমার॥ যে জান তা করিবে কি কাজ মোরে কয়ে। তিলেক বিলম্ব নাহি চল মোরে লয়ে। বেদ লয়ে ঋষি রঙ্গে ব্রহ্ম নিরূপিলা। সেই শকে এই গীত ভারত রচিলা॥

মজুন্দারের স্বর্গযাত্রা।

ভবানন্দ মজুন্দার, সুতে দিয়া রাজ্যভার, বাপ মায় প্রবোধ করিয়া। পূর্ব্বকথা মনে করি, বসিলেন ধ্যান ধরি, স্বর্গে যান শরীর ছাড়িয়া॥ সীতারাম মজুন্দার, করিছেন হাহাকার, প্রজা গণ কান্দিয়া বিকল। অমাত্য অপত্যগণ, সবে শোকে অচেতন; ক্রন্দনে উঠিল কোলাহল॥ চন্দ্রমুখী পদ্মমুখী, স্বর্গে যাইবারে সুখী, সহমৃতা হইল হাসিয়া। চড়িয়া পুষ্পক রথে, চলিলা অল কাপথে, যক্ষগণে বেষ্টিত হইয়া॥ অন্নপূর্ণা আগে আগে, সখীগণ চারি ভাগে, পিছে নলকুবর চলিলা। কুবের যক্ষের পতি, শোকেতে পীড়িত অতি, পুত্র দেখি আনন্দ পাইলা॥ পুত্র পুত্রবধূ লয়ে, কুবের সানন্দ হয়ে, পূজা কৈলা অন্নদাচরণ। কুবেরের পূজা লয়ে, দেবী গেলা তুষ্ট হয়ে, কৈলাসে যেখানে পঞ্চানন॥ অন্নপূর্ণা অজার্চ্চিতা, অপর্ণা অপরাজিতা, অনাদ্যা অনন্তা অম্বা অমা। অবিকারা অনুপমা, অরুন্ধতী অনুত্তমা, অনির্ব্বাচ্যা অরূপা অসমা॥ ক্ষুধাহরা ক্ষামোদরী, ক্ষান্ত ক্ষিতি ক্ষপাকরী, ক্ষুদ্র আমি কি আছে ক্ষমতা। ক্ষিপ্ত আমি ক্ষোভ কত, ক্ষুণ্ণ কহিয়াছি ক্ষত, ক্ষমারূপা ক্ষীণেরে ক্ষমতা॥ কৃষ্ণচন্দ্র নরপতি, করিলেন অনুমতি, সেই মত রচিয়া বিধানে। ভারত যাচয়ে বর, অন্নপূর্ণা দয়া কর, পরীক্ষিত তনু ভগবানে॥ সমাপ্ত।